চৈতন্যলীলা

নাটক।

প্রথম ভাগ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।)

১৮৮৪ সাল—২রা আগষ্ট

কলিকাতা।

আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ৩৬ নং চিক্যাগো প্রেসে

শ্রীরামদয়াল আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী

কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা

চৈতন্যলীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাপের সভা।

পাপ। যত্নবান কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,
মম অধিকার করেছ প্রচার,
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, নাহি পায় স্থান,
কোথা প্রস্থান করেছে তারা,
কৈ দেখি নাহি বহুদিন;
কার্য্যাধ্যক্ষ প্রবীন সকলে,
দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্দ্ধন,
যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে ;—
কর কাম গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।

কাম। কিবা নাহি জান মাতা,
মম শক্তি তোমার কৃপায়,
কুৎসিত্ প্রকৃতিরূপা তুমি,
ব্যাপি আকাশ পাতাল তুমি—

চিরদিন করহ বিহার,
মোহিনি তোমার বর্ণিবারে কেবা পারে,
শুন মাত্র যথাসাধ্য কবি তব কাজ;
বসে নারী বিলাস ভবনে
বিলোল নয়নে—
দর্পণে অধরে রাগ হেরে;
কাক্ পক্ষ সম—
নিতম্ব লুণ্ঠিত সুচিকন কেশজাল,
যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে,
মনো-লোভা ধবল সরল
প্রতিবিম্ব করি দরশন
ফুল্লমন ;—
সুগন্ধের ভার কুসুমের হার
পরে গলে, দোলে মালা পীন্ পয়োধরে;
ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,
কেনলো কেনলো সুলোচনা,
একা হেতা বসি অযতনে
যুবা মন করি আকর্ষণ
কেন নাহি রাখ বেঁধে ?
যাও যাও অলসে কি হেতু রও,
দগ্ধ করে যুবাগণে, সহবা কেমনে
কেননা কাঁদাও,
চরণে না লুটাও সবারে ;
দেখলো নিবিড় কেশজাল,
যাহে যুবা-মন ক্ষুদ্র মীন সম
শত শত রহিবে জড়িত;
দেখ দেখ কটাক্ষে তোমার
কত শত ফলসর,—

মন্মথ মোহিনী অধরে দেখনা রাগ,
হেরে তোর পীনপয়োধর
কার প্রাণ না হবে কাতর?
বিচঞ্চল লাবণ্যের জল
টল টল কলেবরে,
হেরে তৃষানল প্রবল না হবে কার?
স্থির মনে শুনে বামা,
উঠে সে ঈষৎ হাসী—
প্রতিবিম্ব আরসি সম্মুখে ধরে;
ধায় বিমোহিনী দিগ্বিজয় করিবারে।
অলস হেরিলে নরে, কহি গিয়ে তারে
কি করহে ভুবনমোহন?
দেখ, দেখ মরে নারি তোর তরে
যাও ফুলশয্যা পরে,
আদরে তোমারে হৃদয়ে ধরিবে বালা;
ভৃঙ্গ তুমি নানাফুলে পিয় মধু।
শুনি মম মধুর বচন,
কুৎসিত যে জন
রতিপতি ভাবে আপনারে;
হেথা ধনি আঁখি-বান্ হানে
বিচলিত প্রাণে
ছলনায় যুবক যুবতী মরে,
ভুঞ্জে শেষে বিষময় ফল
দিবারাতি দহে অন্তঃস্থল,
পশে তব অধিকারে;
না ফুরায় হায় হায় তার।

পাপ। কহ ক্রোধ তব কার্য্য কিবা?

ক্রোধ। বল, সুজন আমার,

মম উপদেশে বিচার হারায় নর,
হত্যাপরম্পর,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
বধে বৃদ্ধে, অবলায় নাহি করে দয়া,
বধে নিজ জায়া,
বধ করে আপন সন্তান;
যোগী, ভোগী, বালক রমণী,
সবারে উন্মত্ত করি,
চৈতন্য হারায়—
পশে আসি তব অধিকারে
নাহি মম বাক্যের পটুতা,
অধিক বলিতে নারি।

পাপ। লোভ মম কিরূপে করহ হিত!

লোভ। আমি যথা যাই, হিত তথা নাই,
পুত্র দেয় পিতারে গরল,
ছল্ শিখে সরল্ বালক,
নরকের আধিপত্য বাড়ে,
হত্যা প্রতারণা, কে করে গণনা,
কত হয় প্রভাবে আমার,
অধিক কি কব মাতঃ?

পাপ। কহ মোহ কেমনে মজাও নরে?

মোহ। কি কব জননী,
বেড়িয়ে অবনী—
দেখ মম প্রভাব বিস্তার;
কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
সকলি মা আমার কৌশল;
মৃত্যুমুখে যায়
নাহি স্মরে দেবতায়,

তবু ফিরে চায় সজল নয়নে,
বিষময় বিষয় ভোলেনা,
তবু বলে আমার আমার ;
পুত্র পরিবার;
বুঝ মাতা নরক বিস্তার
হয় বা না হয় ইথে।

পাপ। মদ, কিবা মহিমা তোমার ?

মদ। আমি, আমি কথা লোকময়,
দাসতার মূলাধার,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বল কি করিত
আমি যদি না রহিতাম মানব হৃদয়ে;
বিনা অহঙ্কার
বল মাতা পতন কাহার,
মম ছলনায় নর্ পরাজয়,
তাই অন্য রিপু পায় স্থল।

পাপ। হে মাৎসর্য্য করহ বর্ণন,
নরক বর্দ্ধন, তুমি বা কিরূপে কর ?

মাৎস। যদি মাতা কর গো প্রত্যয়
একা আমি করি সমুদয়;
অতি হীন্ শ্রেষ্ঠভাবে আপনায়,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয়,
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার ;
বুদ্ধি তারে বলে
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই,
গুরু কেবা,
কিবা উপদেশ দেবে
ভাবে,মনে ভ্রান্ত সর্ব্বজন,

সাধুবাক্য ঠেলে সর্ব্বক্ষণ,
অধিকার বৰ্দ্ধন করে না তব।

নেপথ্যে (হরিধ্বনি।)

পাপ। একি! বধির শ্রবণ!
বজ্রনাদে উঠে ধ্বনি ভেদিয়া গগন!
কহ রিপুগণে—
কিরূপ শাসন সবাকার?
হেন জয়োল্লাস কত দিনে হবে দূর?

সকলে। বুঝিতে না পারি মাতা,
অকস্মাৎ কি হেতু এ রব।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। শুন শুন সর্ব্বনাশ হইল উদয়,
এত দিনে গেল তব অধিকার,
কাঁপিছে অবনী, শুন হরিধ্বনি!

পাপ। কিসের এ গণ্ডগোল কহ মহাশয়?

কলি। বচন না যুয়ায় আমার,
চৈতন্য হলেন অবতার,
মজিল মজিল, অধিকার গেল তব।

পাপ। কেন কি করিবে চৈতন্য আমার?

কলি। জনমে যাহার
হরিধ্বনি রটিল সংসারে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন
যবে প্রভু!—
সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
হরিনাম দিবেন সবারে।

পাপ। ওহো! বুঝিলাম কলরব কিবা হেতু।

দেখ রাহু গ্রাসে শশধর,
গ্রহণ সময় চিরদিন এই রব হবে,
নাহি ভয়, যাবে সব রিপুর তাড়নে।

কলি। কি করিতে পারে রিপুগণে,
ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার,
রিপু দাস তার;
ভক্ত অবতার উদয় চৈতন্যরূপে।

পাপ। কহ প্রভু কেবা এ সংসারে
যার হৃদে নাহি বিঁধে অঙ্গনার আঁখি,
রোষ যারে অবশ না করে,
লোভে নাহি ঘোরে,
না হয় আচ্ছন্ন মোহে,
কেবা ধরে কায় মদ না নাচায় যারে,
নর কলেবরে মাৎসর্য্যে কে অনাদরে।

কলি। শুন শুন ভক্তে নাহি জান,
কিঙ্কর সমান
কাম তার কার্য্যে রবে রত,
অশ্বসম—
নিত্যধামে বহি লয়ে যাবে তারে;
চিত্তের দমনে নিয়োগ করিবে ক্রোধে,
লোভ কি করিবে, লোভে ফিরাইবে
পাইতে পরম পদ,—
মোহে অনিবার, নয়নের ধার
বহিবে ঈশ্বর পদে,
মদেমত্ত রবে ঈশ্বর সাধনে সদা,
মাৎসর্য্যে তাড়িবে, সদা করে
বল্ ওরে বল্ কেবা সনাতন?
ষড়রিপু করিয়ে মোহন

সাধিবে আপন কাজ,
হেরি বিভু পরম সুন্দর—
নশ্বর সৌন্দর্য্য নাহি চাবে ;
মহাকামে উন্মত্ত রহিবে
করযোড়ে ইন্দ্রিয় থাকিবে সদা।

পাপ। ভাল দেখিব কেমন—
যৌবনে ইন্দ্রিয় নাহি পূজে।

কলি। জীবন যৌবন—
সনাতনে যে করে অর্পণ,
আত্ম-বিসর্জ্জন প্রাণের সুসার যার,
তার সনে দ্বন্দ্ব কার সাজে ;
শিখাইতে আত্মবিসর্জ্জন
প্রেমের জনম,
নারায়ণ প্রেমে অবতার।
অধিকার গেল এত দিনে
চল মিশ্রের আলয়
চখে দেখে ঘুচাও সংশয়,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ অবনীতে

পাপ। ভাল যদি ঈশ্বর কৃপায়,
রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে
শাসন করিব ধরা।

কলি। ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গ নিচয়
সভয় হৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।
মদনমোহন,—
মাধুরী করিলে দরশন
গলিবে প্রস্তর হৃদি তব,

পরাভব আপনি মানিবে,
এস লহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পাপ। হায় কব কারে মনের বেদনা;
এবে ত্রিসংসার তব অধিকার
তবু কিহে পীড়ন সহিতে হবে?
চল যাই দেখি কে জন্মিল।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

বিবেক। কহ দেবী,
আর কিবা কাজে রব ধরা মাঝে,
কোথা পাব স্থান করিতে বিশ্রাম
ঘুরিতেছি দিবানিশি;
অতি আশে প্রবেশি যে পুরে
নৈরাশ্য অধিক তথা,
ভ্রমিলাম কত স্থানে লইতে আশ্রয়,
ভয় পেয়ে আইলাম পলায়ে সত্বর;
হেরিলাম পর্ব্বত-গহ্বরে,
ব'সে অন্ধকারে, যোগে মগ্ন যোগিগণ,
দূর হতে হেরিয়ে আকার

হ'লো মনে আশার সঞ্চার ;
মনে হ'লে এখন গো হৃদয় সুধায়,
পূর্ণ কামনায় মাৎসর্য্যের দাস সবে
গরিমা অন্তরে নরে ঘৃণা করে
যোগবলে অষ্ট সিদ্ধি চায় ;
বিনা ঈশ্বর কৃপায়
শক্তি পাবে আপন চেষ্টায়,
হেরে সে সবাঁরে,
আইলাম পলাইয়ে দূরে
জিজ্ঞাসহ মম সহোদরে,
বৈরাগ্য আছিল সাথে।

বৈরাগ্য। দেবী সত্য যাহা বিবেক কহিল।
হেরিলাম দীর্ঘ জটাধারী
বসে আছে নয়ন মুদিয়ে,
কাছে গিয়ে কি দেখিনু !
পদ শব্দে চাহিল নয়ন কোণে
ভাবে মনে কেবা আসে —
দিবে কি আমারে কিছু।—
অতি লোভী অল্পে নাহি তোষ
কারে রোষ সন্তোষ কাহার প্রতি,
সঙ্গ তার তখনি ত্যজিনু।

বিবেক। শুন পুনঃ অদ্ভুত কথন
কতদূর গিয়ে দেখি ব'সে একজন
চিন্তায় মগন—
ত্যজিয়ে বিষয়, রিপু করি জয়
ভাবে মনে মানবের হিত,
চিন্তা নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর,
কিন্তু হায় চিত্ত তার ঘোর অন্ধকারে,

ভাবে, বিজ্ঞান কেবল মানবের বল
কতমত করিছে কৌশল,
তড়িৎ-কিঙ্করী, সদা আজ্ঞাকারী
দেশে দেশে বার্ত্তা বহে তার;
লয়ে বাষ্প-যান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়ে যায়;
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্ত জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী;
লিখে দম্ভভরে
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু,
মহা ভয়ে দ্রুত আইনু পলায়ে।

বৈরাগ্য। কেহ তন্ত্র করিয়া আশ্রয়,
অধর্ম্মেরে দিতেছে প্রশ্রয়,
না বুঝিয়ে মর্ম্ম ত্যজে লোকধর্ম্ম,
মদ্য মাংস রমণী লইয়ে খেলা
এ হেন ধরায় কেমনে রহিতে বল?

ভক্তি। এল আনন্দের দিন, চিন্তা কর দূর,
গোলোক বিহারি হরি, ধরায় উদয়!
হেরি জীবের দুর্গতি,—
আপনি শ্রীপতী, নব ভাবে অবতার
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা;
ব্রজ হবে লীলা,—
হরি নাম শুনে তার মুখে।
রসের তুফান, বহিবে উজান,—
বাহ্য রাধা অন্ত কৃষ্ণ অপূর্ব্ব এ ভাব!
হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে।
ধন্য ধন্য কলির মানব—
হরিনাম উৎসব—

পাইবে দুর্লভ পদ সবে,
সুখি পৃথ্বী প্রেম-পূর্ণ হবে
হরিনাম হরিনাম ধরাময়।

নেপথ্যে (হরিধ্বনি।)

শুন শুন সিন্ধুনাদ জিনি
কাঁপায়ে অবনী
হরিধ্বনী শুনরে উল্লাসে,
ধন্য ধরা—নদীয়ায় এ'ল গোরা,
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরী গণে
আসিতেছে হরি দরশনে ;
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল
মুনি ঋষি আসিছে সকল
হরিবোল, নাহি আর হরিবোল বিনা
নাচে বাহু তুলে হরি হরি ব'লে
ত্রিভুবনে হরিগুণ গায়,
গোলোক কে চায়,
মোরা সবে রহিব ধরায়
সাঁতারিব প্রেমের সাগরে ;
চল চল হরি ব'লে
দেখি গিয়ে মদনমোহন।

(সকলের প্রস্থান)

ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনি ঋষিগণের প্রবেশ।

সকলে গীত।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী।
স্ত্রীগণ। মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

পুরুষগণ। ব্রজ-কিশোর কালীয় হর কাতর ভয়-ভঞ্জন।

স্ত্রীগণ। নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন,॥

পুরুষগণ। গোর্দ্ধবন ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ
দামোদর কংস দর্পহারী,

স্ত্রীগণ। শ্যাম রাস রসবিহারি,

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার॥

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চণ্ডীমণ্ডপ।

মিশ্র। শুন আশ্চর্য্য বিবরণ,
হেরিলাম গৃহিণীর অদ্ভুত বিকাশ,
অকস্মাৎ বেড়িল উজ্জ্বল জ্যোতি।
একদিন কহিল আমারে,
দিবানিশি শুনি শূন্যে আনন্দের ধ্বনি
নৃত্য গীত কঙ্কনের রোল,
ধীরে পশে শ্রবণে আমার,
কভু অজানিত কুসুম-সৌরভে
দিক্ পূর্ণ হয় জ্ঞান,
হলে অন্যমনা
স্তুতিবাদ শ্রবণে পরশে,

যেন অহর্নিশি কেবা আ[illegible]বা যায়,
গর্ভে মম সন্তান সঞ্চার,
তাই এ লক্ষণে ভয় হয় মনে,
দেবলীলা বুঝিতে না পারি।
শুনি গৃহিণীর বাণী
অকস্মাৎ হইল স্মরণ
অদ্ভুত স্বপন-কথা ;
যামিনীর শেষে, নিদ্রা-ঘোরে অচেতন,
হেরিলাম জ্যোতিরাশি অতীব উজ্জ্বল,
পশিল হৃদয়ে,
দেহ মম আনন্দে পুরিল,
দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্দেহি কয়জন
বেড়িল আমায়,
আরম্ভিল, নৃত্য গীত করতালি দিয়া,
কহিল সকলে—
ভাগ্যবলে দেহে তোর পশিলেন ভগবান
"তোমা হতে—
তব প্রকৃতিতে করিবেন অবস্থান।"
কহ বুধগণে—
এ লক্ষণে কিবা হয় অনুমান ?

পণ্ডিত। মীমাংসা করিতে কিছু নারি,
অদ্ভুত লক্ষণ—
হেরিলাম শিশু কলেবরে,
উচ্চ লগ্নে জন্মিল কুমার
বেড়িয়াছে উজ্জ্বল কিরণ,
এই সবে শ্যামবর্ণ হলে সংঘটন—
নারায়ণ হইত নির্ণয় ;
বর্ণ বিনা অবতার-লক্ষণ যে সব

অবয়ব সকলি প্রকাশে,
কিন্তু বর্ণে মনে জন্মিছে সংশয়।
(মুনি ঋষী ও বিদ্যাধরী গণের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে গীত।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ। কার ভাবে গোউর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ।
স্ত্রীগণ। প্রেম-সাগরে উঠ্‌লো তুফান, থাকবে না আর কুলমান।
সকলে। মন্ মজালে গোউর হে॥
পুরুষগণ। ব্রজমাঝে রাখাল সেজে, চরালে গোধন।
স্ত্রীগণ। ধ'র্‌লে করে মোহন বাঁশী মজ্‌লো গোপীর মন।
পুরুষগণ। ধ'রে গোবর্দ্ধন রাখ্‌লে বৃন্দাবন।
স্ত্রীগণ। মানের দায়, ধ'রে গোপির পায় ভেসে গেল চাঁদবয়াণ।
সকলে। মন্ মজালে গোউর হে॥
মিশ্র। কহ, মোর কুমারে হেরিয়ে
হরি ব'লে নৃত্য কর কি হেতু সকলে,
একে একে অষ্ট কন্যা দিয়েছি শমনে,
তাই শঙ্কা হয়, সুলক্ষণ এ তনয়
রবে কি যুড়াতে আঁখি?
বল সত্য বল কেন কর হরিগুণ গান।
১ম ঋষী। নবদ্বীপে নয়ন কি নাহি কার,
হেরি পূর্ণ অবতার
মনের বিকার দূর নাহি হয় কার!
পণ্ডিত। অবতারে যে সব লক্ষণ
অবয়বে করি দরশন,
কিন্তু হেরি গোউর বরণ;
বিস্ময় হ'তেছে মনে—
শ্যামবর্ণ অবতার চিরদিন।

১ম-ঋষী। অদ্ভুত এ লীলা—
এক অঙ্গে রাধা—শ্যাম!—
পুরুষ প্রকৃতি এক দেহে র
জীবে গতি করিতে প্রদান,
বুঝহ যুক্তিতে, ঈশ্বর শক্তিতে
আহ্লাদিনী শক্তিসার,—
আহ্লাদিনী শক্তির আধার।
গোউর আকার
এক অঙ্গে সগুণ নির্গুণ।

১ম বিদ্যাধর। অত কেন তর্ক নিরূপণ,
হেন রূপ মদনমোহন
ত্রিভুবন কখন কি করিয়াছে দরশন?
রূপে প্রাণ গলে—
মুগ্ধ মন আপন পাসরে।—
প্রেমের তুফান
সংসার-সাগরে খেলে,
গৌরাঙ্গ অন্তরে, গৌরাঙ্গ বাহিরে
গৌরাঙ্গ জগৎময়।
এল গুণমণি, পবিত্র অবনী
হরিধ্বনি তোল সবে।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

গীত।

দেশ মিশ্র—যৎ।

পুরুষগণ। একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
স্ত্রীগণ। শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদছে গোউর সাজে
সকলে। দেখরে প্রেমের খেলা মন আমার।
পুরুষগণ। আনন্দে ভাসলো ধরা, এল গোউর চাঁদ।

স্ত্রীগণ। মন মজালে মোহন বেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।

পুরুষগণ। হরিনাম রট্‌লোরে দেশে॥

স্ত্রীগণ। প্রেম বিলাবে প্রেম নীরে ভেসে।

পুরুষগণ। পিবে সুধা প্রাণ পদ রাজিব রাজে।

স্ত্রীগণ। দাঁড়াবে বাঁকা হয়ে হৃদয় মাঝে।

সকলে। দেখরে প্রেমের খেলা মন আমার।

প্রথম অঙ্ক ইতি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী।

নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ।

১ম বালক। নিমাই লিখ্‌তে আসবে না ?

নিমাই। না ভাই বাবা মানা করে দেছে,
তোরাও যাস্‌নি আজ্‌ খেলা করবো।

১ম বালক। গুরুমশাই তো মারবে ভাই।

নিমাই। না মারবে কেন ফিকির ক'রবো এখন।

১ম বালক। তোর বাপ ভাই তোকে লিখ্‌তে যেতে দেয় না কেন ?

নিমাই। দাদা যে সন্যাসী হয়ে গেল,

আমি কি আবার সন্যাসী হয়ে যাব,
তাই লিখতে যেতে দেয়না, আয় ভাই খেল্‌বি আয় ?

১ম বালক। গুরুমশাই তো ভাই মারবে না।

নিমাই। মারবে কোথা, পালিয়ে থাক্‌বো এখন।

বালকগণ। তুই ভাই তবে ফিকির করিস ?

নিমাই। তা ক'রবো এখন, কৃষ্টলীলা খেলি আয়।

গীত।

বিভাষ—একতালা।

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ী।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই।
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহামে পাই।
কাঁহা মেরি যমুনাতট, কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামা [illegible]ই।

গীত।

বিভাষ—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বে এবার মন যদি তার পাই।
এবার গৌউর হয়ে, ধ'র্‌ব পায়ে আরত কাল রবনা।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফিরবো দেশে ঘরেত মন বসেনা।

নিমাই। দাঁড়া দাঁড়া ভাই ওই অতিছ্‌ আবার ভাত্‌ নিয়ে
চোখ্‌ বুজে বসে আছে, আমি ওর এঁটো ক'রে দিই—

দুবার এঁটো ক'রেছি,
এইবার হলে বারবার তিনবার হয়।

(অন্ন ভক্ষণ।)

অতিথি। একি ! তুমি আবার উচ্ছিষ্ট ক'র্‌লে ?

নিমাই। কেন, তুমি যে আমায় খেতে ব'ল্‌লে।

অতিথি। এত সামান্য কথা নয়, তোমায় খেতে বল্লুম ?

নিমাই। না বল্‌লে তোমার ভাত খাব কেন ?

অতিথি। প্রভু ! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন
আপ্‌নি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।
জয় জয় জনার্দ্দন মুকুন্দ মুরারি।
জয় জয় সঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী।
নম মৎস্য কলেবরে বেদের উদ্ধার।
নম কুর্ম্মদেহে ধর পৃথিবীর ভার।
নমস্তে বরাহ রূপে ধরণী দশনে।
নম নরসিংহরূপে দানব দলনে।
নমস্তে বামনরূপে বলির ছলন।
নম ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রীয় শাসন।
নমস্তে ধনুকধারী দর্পহারি রাম।
নমস্তে অনন্ত-শক্তি হলধর নাম।
নম নম ঘনশ্যাম গোপিনী মোহন।
কল্কীরূপী নম নম ম্লেচ্ছ নিধন।
পুন নর দেহধরি কি ভাবে এসেছ হরি—
গৌরাঙ্গে কি লীলা অনুপম।
ভক্তের আনন্দ মেলা কি ভাবে করহ খেলা
ঘুচাও এ অজ্ঞানের ভ্রম।
কৌমুদি ঠিকরে অঙ্গে, বল কিবা নবরঙ্গে
কি ভাব তরঙ্গ নদীয়ায় !

দেখা দেহ কৃপা করি বন্ধন ঘুচাও হরি,
রেখহে দুর্লভ রাঙা পায়।

নিমাই। চল্ ভাই গঙ্গাতীরে যাই, নৈবিদ্দি কেড়ে খাইগে।

১ম বালক। না ভাই সব মারতে আসে, গালাগাল্ দেয়।

নিমাই। আমি তোদের কেড়ে দেব এখন চল্না।

(নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।)

(মিশ্রের প্রবেশ।)

মিশ্র। ঠাকুর আপনি আহার করেন নাই?

অতিথি। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি, মিশ্র তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমার পুত্ররূপে ভগবান বিহার কচ্চেন, আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করেছি, আর আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণ কৃপায় জগৎ পবিত্র হবে, তোমার আতিথি সৎকারে চরিতার্থ হলেম, এখন এই দক্ষিণা দাও, তোমরা স্ত্রীপুরুষে দাড়াও আমি প্রণাম ক'রে যাই।

মিশ্র। সেকি প্রভু! আপনার অন্নব্যঞ্জন সকলি পড়ে রয়েছে।

অতিথি। আমি মহাপ্রসাদ লয়ে যাব, দেশে দেশে বিতরণ ক'রব, মিশ্র মায়ায় বুঝতে পাচ্চ না তোমার পুত্র কে? তোমার গৃহিণীকে ডাক, তোমরাও সামান্য নও।

মিশ্র। গৃহিণী গৃহিণী! দেখ সর্ব্বনাশ! নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট ক'রেছে;—

শচীর প্রবেশ।

শচী। এঁ্যা কি সর্ব্বনাশ! নিমাই কোথা গেল, এই যে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম, প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুণ, আপনি আবার রন্ধন করুন।

অতিথি। শোন, আমি যখন ইষ্টদেবকে নিবেদন ক'রে দিই, আমার বোধ হ'লো তিনি প্রসন্ন হ'য়ে অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ ক'চ্ছেন; চেয়ে দেখি তোমার বালক ভক্ষণ

ক'রছে। তিনবারই এই ভাব, অবার ধ্যান করে দেখি ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হয়ে ভক্ষণ ক'রছেন। তোমার বালকই আমার ইষ্টদেবতা, উভয়ে আশীর্ব্বাদ কর, ইষ্টদেবতার পদে আমার মতি থাকুক। আমি বিদায় হলেম, কিছু সঙ্কুচিত হওনা, পরম বস্তু তোমার গৃহে।

গীত।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় জয় ভবতারণ।
অনাথ ত্রাণ জীবপ্রাণ ভীত ভয় বারণ ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নবলীলা নব অঙ্গ,
নবতরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরা-ভার ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস রসবিহারী
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাসকারণ।

(অতিথির প্রস্থান।)

মিশ্র। অদ্ভুত্ সকলি।

শচী। শুন প্রভু! বুঝিতে না পারি
কি আছে অদৃষ্টে আর!
বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে
নিমায়ের আশা তিল মাত্র নাহি করি।
নয়ন মুদিলে শুনি
চরণে নূপুর বাজে তার,
অহর্নিশী শূন্যে ওঠে স্তুতিবাণী।

মিশ্র। আমিও বুঝিতে কিছু নারি,
নিমাই চঞ্চল অতি,
যে দিন শাসন করি
স্বপনেতে হেরি আসে দেবগণ—
সবে করে নিবারণ

শাসন করিতে মোরে,
বলে দেবতা মণ্ডলে
নিত্যধন তোমার নন্দন
জগজ্জন তারণ কারণ—
ধরা মাঝে অবতার!
দেশে দেশ বিলাইবে নাম
সদা কাঁপে প্রাণ কি হবে কি হবে,
নিমাই কি ছেড়ে চলে যাবে,—
গেছে বিশ্বরূপ
সে অবধি আশঙ্কা অধিক বাড়ে মম।

শচী। কোথায় নিমাই
গৃহে তারে দেখিতে না পাই,
গেছে বুঝি খেলিবারে।

মিশ্র। যাও গৃহে খুঁজে আনি তারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

(পূজায় নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ, স্ত্রিগণ, নিমাই ও বালকগণ।)

নিমাই ও বালকগণ।—গীত।

বিভাষ মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দে মাই।
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর ক'রে,
আদর ক'রে দিলে মনে ধরে,
দেরি করনা মা মোরা খেলিতে যাই।

(খাবার দেওন।)

১ম স্ত্রী। এই নাও।

নিমাই। তোর সাত্‌টা ছেলে হবে, আর তোর গোলাভরা ধান হবে,
ছেলেরা সব টোল্ ক'রবে ;—"তুই কিছু দেনা মা।"

২য় স্ত্রী। যা যা দুষ্টমি করিস্ না, বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি নিয়ে যাচ্ছি।

নিমাই। দিলিনি, তোর চাবুটে সতিন হবে।

২য় স্ত্রী। না না, গাল্ দিস্ না, এই নে।

নিমাই। তোরও সাত বেটা হবে টোল ক'রবে, এই সব শোন,
আমি বিষ্ণু, যে যা নৈবিদ্দি আন আমায় দাও,
আমি খেলেই পূজা হবে, এই
নে ভাই তোরা খাবার নে।

১ম বালক। তুই কিছু খাবিনি ভাই ?

নিমাই। তোরা খানা, আমি আবার নেব এখন।

১ম ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, নৈবেদ্দি কেড়ে নিলি ?

নিমাই। তোমার বৈকুণ্ঠে বাস হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। বেল্লিক মার খাবি।

নিমাই। কই মার না, গঙ্গা পাবেনা।

(নৈবিদ্দি কাড়িয়া লওন।)

১ম ব্রাহ্মণ। আরে বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্—
সর্ব্বনাশ হবে তোর।

নিমাই। হ্যাঁ ঠাকুর সত্যি সর্ব্বনাশ হবে ?

১ম ব্রাহ্মণ। এই নিলে নিলে কেড়ে নিলে।

(নিমাই গমনোদ্যত।)

স্ত্রীলোকগণ। নিমাই ফিরে আয়, ফিরে আয়।

নিমাই। না, আমি খেলিগে।

স্ত্রীলোকগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

১ম বালক। নিমাই ফিরলি যে ?

নিমাই। হরিবোল হরিবোল।

১ম স্ত্রী। নিমাই বল দেখি এর কেমন বর হবে ?

নিমাই। আমি জানিনা, তুমি হরিবোল্ বল,
হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নেনা এর নৈবিদ্দি খানা।

নিমাই। না আমি ও নৈবিদ্দি নেবনা, হরিবোল হরিবোল।

১ম স্ত্রী। দেখ্ দেখি কেমন মেয়েটী, বে করবি ?

নিমাই। তোম্‌রা হরিবোল ব'ল্‌বেনা, আমি চল্লেম্।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল।

১ম স্ত্রী। এই নৈবিদ্দি নে না।

নিমাই। না, ও হরি বলেনা, আমি ও নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মী হরি বল্‌তো।

লক্ষ্মী। হরিবোল হরিবোল, আমি নৈবিদ্দি দেব না।

নিমাই। আমি নৈবিদ্দি নেব না।

১ম স্ত্রী। শোন্‌না নিমাই, এই মেয়েটীকে বে ক'র্‌বি ?

নিমাই। আমায় ও নৈবিদ্দি দেয় না, আমি চল্লেম।

১ম স্ত্রী। না শোন্‌না, আমরা হরিবোল দিই।
তুই একটা গান গা দেখি।

(নিমাই ও বালকগণ।) গীত।

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী মেখেছি গায় ভস্মরাশী।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভালবাসি॥

(নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।)

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মী তুই চেয়ে রয়েছিস্ কি, ওতো চ'লে গেল।

লক্ষ্মী। আমার কি ঐ বর ?

১ম স্ত্রী। হাঁ।

লক্ষ্মী। তবে আর আমি বে ক'র্‌তে কাঁদব না,
আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'রবো।

১ম স্ত্রী। আর ও যে তোকে বে ক'র্‌বে না ব'ল্‌লে ?

লক্ষ্মী। না আমি ঐবরের সঙ্গে খেলা ক'র্‌ব।

১ম স্ত্রী। তা কান্না কিসের, খেলা করিস্।

২য় স্ত্রী। আহা নিমায়ের সঙ্গে বে হলে দিব্যি সাজে।

১ম স্ত্রী। তুই যে খেলা ক'রবি ব'ল্‌চিস্ গান গাইতে পার্ব্বি?

লক্ষ্মী। হাঁ, অমনি ক'রে গান ক'রব নাচ্‌ব।

৩য় স্ত্রী। তোমরা চললে? দাঁড়াও না আমিও যাই।

মিশ্রের প্রবেশ।

মিশ্র। কই এখানেও তো নিমাই নাই।

১ম স্ত্রী। এই যে সব নৈবিদ্দি টৈবিদ্দি কেড়ে খেয়ে চলে গেল।

মিশ্র। এঁ্যা—নৈবিদ্দি খেয়ে গেল, কোথা গেল তুই দেখি।

১ম স্ত্রী। নাগো কিছু বলো না, কেড়ে কি নিতে পারে, আমরা দিয়েছি তবে নিয়েছে।

১ম ব্রাহ্মণ। মিশ্র তোমার ভাগ্যের কথা আমরা কিছু ব'ল্‌তে পারি না, কোন্ মহাপুরুষ তোমার সন্তানরূপে অবস্থান ক'রচে নির্ণয় করা অসাধ্য। আমি বিষ্ণুকে নৈবিদ্দি নিবেদন ক'রে দিচ্ছি, নিমাই এসে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না ক'র্‌তে গেলেম নিমাই পালাল, নূপুরের ধ্বনী শুনলেম্ কিন্তু পায়ে নূপুর নাই, ভাবলেম আমার ভ্রম হইয়েছে, কিন্তু মিত্তিকায় পদাঙ্কে দেখি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন, আমি বিস্মিত হয়ে রইলেম। আমি নিশ্চয় বল্‌চি তোমার পুত্র সামান্য নয়, তুমি শাসন করনা, কে লীলাভূমিতে লীলা ক'র্‌তে এসেছে বলা যায় না!

মিশ্র। আশ্চর্য্য! বালকের স্বভাব কিছু বোঝা যায় না, সকলেই একরূপ কথা বলে তার কারণ কি? গৃহিণীও তো এইরূপ নূপুরের ধ্বনী শুনেছিল।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের বাটী।

গণৎকার ও শচী।

গণৎকার। তুমি মা বড় ভাগ্যবতী!
আমি এরূপ অপূর্ব্ব লক্ষণ কোন স্ত্রীলোকের দেখিনা।

শচী। বাবা, আমি ভাগ্যবতী কেমন ক'রে? আমি একে একে আটটি সন্তান খেয়েছি, বড় ছেলেটী বিবাগী হয়ে গিয়েছে; ছোট ছেলেটি পাগলের মতন বেড়িয়ে বেড়ায়। বাবা, যদি এমন কোন উপায় ক'র্‌তে পার ছেলেটির মন স্থির হয়, তা হলে তোমার চরণে কেনা হয়ে থাকি। ঠাকুর! দেখ ঐ পাগ্‌লার মত আস্‌ছে।

(নিমায়ের প্রবেশ)

গণ। এইটি তোমার ছেলে, কই দেখি হাত্‌ দেখি,—মা তুমি এই সন্তান কে পাগল ব'ল্‌ছিলে, তোমার এই সন্তানের জন্মে বংশ পবিত্র, পৃথিবী পবিত্র।

নিমাই। গণক্‌কার ঠাকুর তোমার ঝুলিতে কি দেখি?

শচী। ছি বাবা, দুরন্তপনা ক'র্‌তে আছে, গণকঠাকুরকে নমস্কার কর।

নিমাই। গণকঠাকুর, বল দেখি আমি আর জন্মে কে ছিলুম?

শচী। দেখ্‌লে বাবা, পাগ্‌লামো দেখ্‌লে।

গণ। না মা এ পাগলামো না, "আর জন্মে তুমি গোপ ছিলে।"

নিমাই। কি পুণ্যে বামুণ হলেম?

গণ। দেখ তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে চিনেছি, তোমারই কৃপায় আমার বিদ্যা বিফল নয়, তোমার পাপ পুণ্য নাই ইচ্ছাতে হয়েছ।

নিমাই। তবে আমি তোমার ঝুলি কেড়ে নিই, তুমি ব'ল্‌তে পারলেনা।

(ঝুলিয়া কাড়িয়া লওন।)

শচী। হতভাগা ছেলে দেবতা বামুণ মান না।

(ঝুলি দেওন)

নিমাই। তুমি ব'ক্‌লে, তবে আমি এঁটো হাঁড়ি ছোঁবো,

শচী। কি করিস, কি করিস্ সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! যা আজ তোকে ভাত্ দেব না।

নিমাই। ভাত্ দেবেনা, দেখনা ঠাকুর হয়ে বসি।

সিংহাসন হইতে বিষ্ণুকেপতিত করিয়া নিমায়ের সিংহাসনে উপবেশন।

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্,
কৃষ্ণরাধার দোল;
দোল্ দোল্ দোল্, দোলে শ্যাম বামে দোলে রাই।
নীলমণী আর কাঁচা সোণা রূপের সীমা নাই।
রাঙাসখি ফাগে রাঙা রাঙা বৃন্দাবন।
রাঙারাধা রাঙা বাঁকা মদনমোহন।
দিচ্ছে সবাই করতালি হচ্ছে বড় গোল।
হরিনামে ধ্বজা তোল্ বোল্ হরিবোল।
সারি সুখে মুখে মুখে ক'রচে বসে গান।
গুণ্ গুণিয়ে ভোমরা ছোটে পদ্মের টোটে মান।

পাখম ধ'রে নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী।
কুতূহলে হাসে ফুলে ফুলের মুঞ্জরী।
যমুনা যায় উজান ব'য়ে আনন্দে বিভোল।
গগনভরে উঠ্‌ছে কেবল হরিনামের রোল।
বোল হরিবোল, দোল দোল দোল, কেষ্টরাধার দোল।

(মিশ্রের প্রবেশ।)

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
উচ্ছিষ্ট পরশে অশুচী হইয়ে
বিষ্ণু সিংহাসনে
দেখ নিমাই বসেছে গিয়ে;
ভাবি তাই কি হবে কি হবে
গৃহবাস সকলি মজিবে,
আরেরে নিমাই
মাথা খেয়ে করিলি কি সর্ব্বনাশ!

মিশ্র। আরে পাষণ্ড জন্মিলি কুলে
শাস্তি তোর দিব যথোচিত।

(নিমায়ের প্রস্থান।)

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। মিশ্র মহাশয়!
উগ্রভাবে কোথায় গমন,
দেখিলাম নিমাই পলায়
যাও বুঝি করিতে শাসন?

মিশ্র। মহাশয়! পুত্র বুঝি পাষণ্ড হইল
বসেছিল বিষ্ণু সিংহাসনে।

গঙ্গা। বিচিত্র একথা নয়।
বিদ্যা উপার্জ্জনে
পিতা হয়ে কর প্রতিরোধ

সঙ্গত নহেত আচরণ;
বুদ্ধি যার যতই প্রবল
সেই হয় ততই চঞ্চল,
বিদ্যাভারে হয় স্থির,
অসামান্য বুদ্ধিশক্তি নিমায়ের তব;
অধিক কি কব
বৎসরেক পাঠ লয় এক দিনে,
এ সন্তান মূর্খ করি রাখ ঘরে
পিতা নহ অরি তুমি তার।
প্রথমত আয়ুর কামনা—
কিন্তু আয়ু ভারমাত্র বিদ্যা বিনা,
কর পুত্রে আমারে অর্পণ
পণ্ডিত নন্দন ফিরাইয়ে দিব আমি।

মিশ্র। তব উপদেশ
গ্রহণ করিব মহাশয়!
শীঘ্র দিব যজ্ঞ উপবীত
পরে আজ্ঞা তব করিব পালন;
যাই,—
দেখি কোথা গেল দুষ্টমতি।

গঙ্গা। ধর মিশ্র আমার বচন
নাহি কর পুত্রের শাসন;
পশুবৃত্তি অধিক যাহার
সেই হয় শাসন অধীন,
উচ্চরুচি পুত্রের তোমার
বিপরীত ফল হবে করিলে তাড়না।
"কে এ ব্রাহ্মণ!"

গণ। গ্রহাচার্য্য আমি।

গঙ্গা। ভাল ভাল।

শাস্ত্র কিছু করেছ কি অধ্যয়ন ?

গণ। জানি কিছু গুরু উপদেশে।

গঙ্গা। ভাল বল দেখি কেবা আমি ?

গণ। গণনার নাহি প্রয়োজন
অধ্যাপক বুঝেছি কথায়,
কিন্তু ভাগ্য তব অতি বলবান
সম্মানভাজন হবে জগৎ মাঝারে
পাঠ দিয়ে মিশ্রের বালকে।
মম নিবেদন শুন মিশ্র মহাশয়
"সামান্য তনয় তব নাহি কর জ্ঞান।"
জড়নেত্রে হের শিশু কুমার তোমার,
কিন্তু যেন সার
ভব পারাবারে কর্ণধার অবতার
গুরুর কৃপায়,—
মিথ্যা কভু না হয় গণন।

গঙ্গা। ভাল ভাল!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কানন পথ।

(পাপ ও কলির প্রবেশ।)

পাপ। প্রভু! শচীর নন্দনে
অসামান্য লক্ষণ না হেরি,
সত্য বটে সুন্দর লাবণ্য তার
তাহে একে হবে আর,

চঞ্চল যে জন রূপ তার মহা অরি।
বাল্যকালে যেই বৃত্তি হইলে প্রবল
কালে হয় মম করতল,
সে সকল বলবান্ নেহার শিশুতে
দেব-দ্বিজ নাহি মানে,
সদা অনাচার।
দেখেছ কি জাহ্নবীর তীরে
বালিকারে হেরে,
কামবৃত্তি উদ্দীপন হলো মনে,
নাহি ভয়—
ধরাময় মম রাজ্য হইবে বিস্তার।

কলি। অল্প দৃষ্টি তব
বালকের ভাব নাহি হয় অনুভব,
দেখ প্রেম বিনা কিছু নাহি জানে
প্রেমে মত্ত খেলে শিশু সনে,
প্রেমে আচার বাভার না করে বিচার
শঙ্কা শূন্য আনন্দ আগার দেহ।
খেলিতে খেলিতে
নৈবিদ্দ লইল কাড়ি,
কেবা তাহে হ'ল অসন্তোষ
যার মনে যেই আকিঞ্চন
প্রেমে তাহা করে সংপূরণ,
দেখ কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝ তার—
প্রেমের বিহার নাহি কোন প্রয়োজন;
যে হেরে কুমারে প্রেমের সাগরে ভাসে
কারে বল কাম উদ্দীপন;
সেবক যেমন কাম আসি করে পূজা
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মী দেবী আপনি ধরায়,

তাই প্রভু দরশন দিলেন কৃপায়।
বিষ্ণুপদে যেই দ্রব্য করে সমর্পণ,
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ
বিতরণ করে অন্য জনে,
বুঝহ লক্ষণে
প্রয়োজন ছিল এ বালক,
লোক বুঝাবারে ধরণী মাঝারে
নর দেহ ধ'রে বিরাজেন ভগবান।
মনোবৃত্তি প্রবল সকল
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন।

পাপ। প্রথমত ইচ্ছাধীন বৃত্তি সবাকার,
পরে হয় দুর্নিবার,
দেখ এ সংসারে রীতি
আগে রাজা মন,
ইন্দ্রিয় সকল প্রবল যখন
মন হয় দাস সবাকার
অন্ধ প্রায় ঘুরিয়ে বেড়ায়
ধায় যথা লয়ে যায় ইন্দ্রিয় তাহার;
কহি নিশ্চয় তোমায়
অসংশয় বালক করিব জয়।

কলি— বৃথা আশা,—
যম-জয়ী হরিনাম বদনে যাহার
কি সাধ্য তোমার স্পর্শ করিবারে তারে,
শিশুরে সামান্য ভাব মনে
হরি নাম বিনা নাহি জানে
হরি হরি বলে
হরিলীলা খেলে শিশু মিলে,
যেই হরি বলে যেয়ে কোলে যায় তার,

অশান্ত হইলে,
হরি বলে ভুলায় বালকে,
ভৃঙ্গ যথা মধুগন্ধে ধায়
হরিধ্বনি হয় হে যথায়
পুলকে বালক তথা নাচে,
কিবা শক্তি আছে বালকে করিতে জয়?
দেখ দিতে উপবীত
দেবগণ আসে ত্বরান্বিত;

(নেপথ্যে হরিধ্বনি।)

শুন শুন হরিধ্বনি মিশ্রেরভবনে
ধরণীতে নাহিক তোমার স্থান।

পাপ। ঐ নাম সহিতে না পারি
ঐ নাম ভয় করি।

(উভয়ের প্রস্থান।

(বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রবেশ।)

বৈরাগ্য। দেবী! অদ্ভুত কথন
সত্য যুগে বলির ছলন
কলিতে বামন রূপ কিবা প্রয়োজন?

ভক্তি। অপূর্ব্ব চৈতন্যলীলা,
ধরাভার করিতে হরণ
যুগে যুগে অবতার নারায়ণ।
অংশ, পূর্ণ প্রয়োজন মতে—
কৃষ্ণরূপে পূর্ণ অবতার,
তাহে অংশ বিরাজিত সমুদয়,
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন কায়ে লীলা,
নদীয়ায় এক অঙ্গে অনুরূপ তার

রাধাকৃষ্ণ একত্রে বিহার।
নহে জড় নয়ন গোচর তাহা,
ভাবুক হৃদয় তন্ন তন্ন হেরে সমুদয়
জড় আঁখি হেরে মাত্র শচীর বালক।
কলিকালে সম প্রয়োজন
পাষণ্ড দলন ভক্ত প্রাণ উত্তেজনা,
লীলা অন্তরে অন্তরে
বাহ্যে তার নাহিক প্রকাশ।
দানব প্রকৃতিগত দম্ভ অহঙ্কারে
প্রেমে হবে পরাভূত
দেব ভাব হইবে বিস্তার
হবে নর দেহ তাহে প্রেমের আগার ;
যুগে যুগে যত অবতার
হ্লাদিনী প্রধানা শক্তি তার,
সেই শক্তি বিকসিত নদীয়ায় ;
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি
যত লীলা করেছেন হরি,
ভাবুক হেরিবে তাহা।
আজি উপনয়ন তাহার
ভিক্ষা করিবেন হরি,
ভক্ত তাহে হেরিবে বামনরূপ।

বিবেক। কহ দেবি !
কলিযুগে কেন লীলা সমুদয় ?

ভক্তি। অন্নজীবী অল্পশক্তি কলির মানব,
শ্রমসাধ্য সাধন অক্ষম
প্রেম বিনা গতি নাহি আর ;
স্বল্পদৃষ্টি দূর নাহি হেরে,
ঘূর্ণমান সংশয় সাগরে

ভেদজ্ঞান প্রধান প্রকৃতি তার,
লীলা যদি একত্রে হেরিবে
ভেদজ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন।
অন্য যুগে নীরস সাধন
নির্গুণ ঈশ্বরপূজা ;
কলিযুগে দীক্ষামাত্র নাম
প্রেমামৃত পান
হরি নাম সাধন কেবল,
যেই নাম সেই হরি করিতে প্রচার
নদীয়ায় প্রভু অবতার,
উন্মত্ত হইয়ে
নাম গেয়ে ফিরিবেন দেশে দেশে।
নিরঞ্জন হেরি বিদ্যমান,
আপামর পাবে দিব্যজ্ঞান,
এককালে হেরিবে সকল লীলা ;
হের দেবদেবীগণে আসিছে বিমানে,
হেরিতে বামন রূপ।

বৈরাগ্য। দেবি ! না ঘুচে সংশয় সুধাই তোমায়
কৃষ্ণলীলা রাখাল গোপিনী ল'য়ে,
শুনিলাম একাধারে রাধাশ্যাম,
কোথা বলরাম শ্রীদাম সুদাম
কোথায় গোপিনীগণ ?

ভক্তি। হের যোগদৃষ্টি বলে
নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধূত চলে,
নিত্যানন্দ নাম
ঐ দেহে বিরাজেন বলরাম।
হের নদীয়ায়

ভক্তবৃন্দ জ্যোতির্ম্ময় কায় ;
কেহ সখা, সখিভাবে কেহ
আত্মাসনে আত্মার বিহার
ভাব তাহে সার,
আধার প্রভেদ মাত্র তাহে
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার ;
লীলার তরঙ্গ যবে বহিবে যৌবনে
ভক্ত সনে,
দেহে নানা ভাব পাইবে বিকাশ
নিষ্কাম ব্রজের সেই ভাব সমুদয়।

বৈরাগ্য। কহ দেবি! ঘুচুক সংশয়
রাধাভাবে কেন দয়াময়,
গোলোকে দেখিনি হেন লীলা
পুরুষ প্রকৃতিভাবে, তত্ত্ব কিবা তার ?

ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেমে বৃন্দাবনে গোপ-নারীগণে
না করিত সুখের কামনা,
নিষ্কাম রাধার প্রেম ;—
কিন্তু শত গুণে সুখের পয়োধি,
উথলিত হৃদয়ে সবার।
হ্লাদিনী শক্তির আধার
রাধা প্রেম, রাধা ভাব বিনা
নাহি হয় অনুভব।
পেতে সেই প্রেমের আস্বাদ
কালাচাঁদ শ্রীরাধার ভাবে,—
সেই প্রেমে জগত মাতিবে,
প্রেমময়ী কিশোরীর প্রেম,—

গৌরাঙ্গ উদয় বিলাইতে সে প্রেমের কণা।
মুক্তি তুচ্ছ করিবে মানব,
প্রেমার্ণবে আমরা ভাসিব সুখে
চল হেরি বাল্য প্রেম বামনের লীলা,

নেপথ্যে।

(হরিবোল হরিবোল হরিবোল।)

শুন হরিধ্বনি উঠে পুনঃ পুনঃ।

বিবেক। তবু মম না ঘুচে সংশয়,
বাৎসল্য ভাবের লীলা কোথা সমুদয়?

ভক্তি। ভাবুক-হৃদয় হেরেছে সকল লীলা,
মৃত্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণের বদনে,
চতুর্দ্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী;
মৃত্তিকা ভক্ষণে শচীর কুমার
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে।
মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান
সবিস্ময়ে জনক জননী
শুনিল নূপুরধ্বনি
নূপুর বিহীন পায়।
যথা গোপগৃহে মাখন হরণ
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
খাদ্যদ্রব্য চুরি করে হরি।
প্রেমের কৃত্রিম কোপে ধায় প্রতিবাসী
ধরিতে গৌরাঙ্গশশী,
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ,
দম্ভের দলন দানব নাশন
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়,
হেরি মুখ প্রেমে গলে প্রাণ
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান,

যার দ্রব্য যায় সেই পুন চায়
আসি পুনঃ করুন হরণ।
গোষ্ঠলীলা শিশু সনে খেলা
সখ্য প্রেম বিতরণ প্রেমিকের সনে,
মধুলীলা ভাতিবে যৌবনে।
চল চল বামন্ দরশনে,
বিলম্ব না কর আর।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের বাটীর

অন্তঃপুর।

(নিমাই, প্রতিবাসিনীগণ ও শচীর প্রবেশ।)

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা!

১ম প্রতি। এ সুখের দিনে কাঁদ কেন শচী দেবী?

শচী। মাগো পোড়া আঁখি নিবারিতে নারি,
নিমাই আমার সেজেছে সন্ন্যাসী
তাই মাগো আঁখি জলে ভাসি
কত কথা পড়ে মনে মা আমার,
যোগীবেশে বিশ্বরূপ ভিক্ষা চেয়েছিল

আহা বাছা কোথা চলে গেল,
সেই বেশ নিমাইয়ের আজি হেরি ;
মানিক কাঙ্কন প'রে
কার পুত্র হেন রূপ ধরে
হেরে নারি ফিরাইতে আঁখি,
ভাবি তাই,
এ নিধি কি নিরবধি রবে মম কোলে ?

১ম প্রতি। শুভদিনে চোখের জল ফেল না।

শচী। বাবা ভিক্ষা কর ?

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা।

১ম প্রতি। নিমাই তোর সেই ছড়া ব'লে ভিক্ষা কর।

গীত।

বারোঁয়া মিশ্রিত—একতালা।

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসী,
ওগো তাইতো আসি, দেখ্ মা উপবাসী।
দেখ্ মা দ্বারে যোগী বলে রাধে রাধে।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে,
আঁখিনীর মিসে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে
ধারা মৃদু নাদে॥

ভিক্ষা দেওন।

আমি ছড়া বল্লুম, তোমরা হরি হরি বল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। রাধে, রাধে। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা।)

শচী। ওমা ছেলে অমন হ'ল কেন গো, নিমাই, নিমাই!

নিমাই। কৈ মা, আমার রাধা কই-মা?
যোগী হয়ে তবু রাধার পেলেম না চরণ।
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন!
বদন তোল দেখলো কিশোরী,
ভিক্ষা দেহ মান, ধরি পায়ে ধরি।
ও হো কি হ'ল, কি হ'ল প্যারি কোথা গেল,
রাধে দেখা দাও, দেখা দাও, হেরি চাঁদ বদন।
না পাই নিদর্শন শূন্য মন দেখ ঝরে দুনয়ন,
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন!

শচী। ওমা কি সর্ব্বনাশ হল'!

নিমাই। না মা আমি ছড়া ব'লূচি।
মম প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই,
লুকাল কোথায় কোথা দেখা পাই।
মরি দেখ দেখ রাই, রাখ রাই রাখ,
কিশোরী শিরে ধরি শ্রীচরণ।
শূন্য বৃন্দাবন শূন্য নিধুবন
কোথা রাই আমার জীবনের জীবন;
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন!

শচী। না বাবা, আর তোর ছড়া বলায় কাজনেই!

(মিশ্রের প্রবেশ।)

মিশ্র। ওগো তোম্‌রা সব, কতকগুলি বিদেশী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছে। আমি কোন মতে তাদের অনুরোধ এড়াতে পারলেম না,

তারা সব হরিবোল দে আস্‌ছে, দেবতার ন্যায় রূপের জ্যোতি, আমার নিমায়ের জন্মদিনে তারা অনুগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।

(হরিধ্বনি করিতে করিতে দেবগণের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বেশে প্রবেশ।)

(নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

সকলে গীত।

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

পুরুষগণ। চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামন-রূপধারী।
স্ত্রীগণ। গোপীগণ মনমোহন, মঞ্জু কুঞ্জচারী,
নিমাই। জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ। ব্রজ বালক সঙ্গ, মদন মানভঙ্গ,
স্ত্রীগণ। উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ,
পুরুষগণ। দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয় হারী;
স্ত্রীগণ। ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী।
নিমাই। জয় রাধে শ্রীরাধে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক ইতি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীবাস ও অদ্বৈতের প্রবেশ।)

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখ।

শ্রীবাস। কেবা হরিদাস ?

অদ্বৈত। মহাবিষ্ণু পরায়ণ যবন শরীরে,
প্রভুর মহিমা কিবা সীমা কব তার,
শ্রেষ্ঠ নীচ নাহিক বিচার,
ভক্তি যথা তথায় বিরাজমান ;
ভক্তিপণে হরিদাস নামেতে যবন
কিনিয়াছে নারায়ণ,
অদ্ভুত কথন তার আচরণ।
নবাব শুনিল তার হরিভক্তি কথা
বাঁধিয়ে আনিলা দরবারে,
মহারোষে হরিদাসে করিয়া তর্জ্জন
কহিতে লাগিল, একি আচরণ তোর
কাফেরের ধর্ম্ম কেন নিলি ?
হরিদাস করিল উত্তর,
"প্রভু পরাৎপর—
নানা রূপে করেন বিহার,

নীচের উদ্ধার হেতু আকার তাঁহার,
এক বিভু ভিন্নমাত্র ভক্তের কারণ।
দয়াময় যেই রূপে দেন যারে দেখা
সেই তাঁরে পূজে সেই ভাবে,
নাহি হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন,
যেই পূজে সেই নিরঞ্জন,
নরদেহ সার্থক তাহার।
মনের বিকার উচ্চ নীচ অভিমান ;
যেইরূপে দয়াময় ক'রেছেন দয়া,
সেই রূপে পূজা করি তাঁর।"

শ্রীবাস। সাধু সাধু, কে বুঝিবে প্রভুর করুণা!

অদ্বৈত। সার কথা মূঢ় নাহি শুনে—
কাজির মন্ত্রণা শুনে
আজ্ঞা দিলা অনুচরে,
বাজারে বাজারে কর প্রহার নফরে,
তাহে যদি রহে এর প্রাণ
তবেত জানিব ওর হরি।
দুষ্ট দূতগণ করিয়ে বন্ধন
প্রহার করিল কত।
হরিদাস প্রভুপদে আশ
নাহি গণে যতেক তাড়না,
মনে মনে করিল কামনা,
দয়াময়, অজ্ঞান এ অনুচরগণ
তাই মোরে করিছে পীড়ন,
অপরাধ মার্জ্জনা করিহ সবাকার।

শ্রীবাস। বৈষ্ণবের চূড়ামণি যবন সে নয়,
এবম্বিধ সাধুর কৃপায়—
কলিযুগে তরিবে মানব।

শুনি কিবা হলো অতঃপর।

অদ্বৈত। হরিপদে মতি গতি যার
কি করিবে যবন তাহার,
পুষ্প বরিষণ সম সহিল প্রহার,
চমৎকার নবাব মানিল
পদে ধ'রে মিনতি করিল ;
মিষ্টভাবে হরিদাস তুষিল সবারে।

শ্রীবাস। হায় কত পুণ্যফলে হেন ভক্তি মিলে !

অদ্বৈত। শুনি সেই সাধুতম আসিবে হেথায়
অনুগ্রহে তাঁর
ভক্তি বৃদ্ধি হবে ম-সবার,
ছিল কলুষিত বেশ্যা এক জন
হরিদাসে করি দরশন
দিব্য জ্ঞান জন্মিল তাহার,
এও এক অদ্ভুত কথন।

শ্রীবাস। কিবা এই বিবরণ ?

অদ্বৈত। কোন মূঢ় জন
হরিদাসে করিতে ছলন
কুটিরে তাঁহার
পাঠাইয়ে দিলা বারনারী।
হরিদাস জিজ্ঞাসিল প্রয়োজন,
পাপ অভিপ্রায় বেশ্যা করিল প্রচার,
বৈষ্ণবের নাহি কোন মনের বিকার,
কহিলা তাহারে ব'স তুমি
করি জপ সমাপন।
করি ধ্যানে হলো নিশা অবসান,
পরদিন আসিতে বলিল তারে
সে রাত্রিও গেল সেইরূপে,

পর রাত্রে সেরূপে কাটিল,
বারাঙ্গনা আশ্চর্য্য মানিল,
পদতলে হইল লুণ্ঠিত;
হরিমন্ত্র দিল হরিদাস
পাপ ক্ষয় হলো তার।
এবে বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী,
হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী হরিপদ অনুরাগী
দিবানিশি করে সে সাধন।

শ্রীবাস। দেখ লৌহ হইল কাঞ্চন
অয়স্কান্তমণির পরশে,
কত দিনে আসিবে সে মহাজন?

অদ্বৈত। কতদিন না জানি নিশ্চয়,
শুনি শীঘ্র আসিবেন নদীয়ায়।

(প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

প্রতি। বলি হাঁ হে,—
তোমরা কারুকে ঘুমুতে দিবে না?
যদি পাঁচজনে মিলেছ, তো সেয়ালের মত ডাক তুলেছ। চিকুড়ি না ক'রলে কি তোমার হরি শুন্তে পায়না? এই যে তুমিও যুঠেছ, দেশ্‌টা মজালে আর কি, ভাল মানুষের ছেলে কাজ গেল কর্ম্ম গেল, গাধার ডাক্‌ ডাকতে দলে নিয়ে নিয়েছ আর কি।

মুকুন্দ। কেন মশাই, আম্‌রা কেবল হরিগুণ গান করি বইতো না?

প্রতি। হরিগুণ গান কর তো গাধার মত চেঁচাও কেন?

শ্রীবাস। সংকীর্ত্তন করি।

প্রতি। কেন মনে মনে হরিনাম ক'র্‌লে হয় না, তোম্‌রা যে সব নূতন শাস্ত্র তুল্‌লে হে, এত বদিয়াতি ক'রলে লোক টেক্‌তে পারবে কেন? তোমাদের দৌরাত্বিতে

কি রাত্ দিন লোক ঘুমুবেনা, আর কীর্ত্তনের তো মাথা মুণ্ড কিছু বুঝ্‌তে পারিনু, "প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে," ওতো টপ্পাবাজি। অমন চেঁচামেচি ক'র্‌লে কিন্তু ভাল হবে না। বাপুঃ মানুষ সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আলিস্যি রাখ্‌বে না, অমনি ডাকাত্‌পড়া চীৎকার তুল্‌লে।

মুকুন্দ। (গীত।)

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন।
মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কু-স্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তমো পরিহরি হের তরুণ তপন।

প্রতি। বলি তোমরা নেহাত্ বেহায়া, বলি বৈষ্ণব হলে কি যেগে ঘুমাও? ঘুমুওনা মন, ঘুমুওনা মন ক'র্‌চ, আমি তোমাদের পরিষ্কার ব'ল্‌চি বাবু, নদেয় ও সব হবে না।

শ্রীবাস। কি বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবেনা তো কোথায় হবে?

প্রতি। আচ্ছা আমি দেখে নিচ্চি, গ্রামের পাঁচ জনের কাছে যাই, বলিগে যে গাধার ডাক্ ডাক্‌বেই ডাকবে, তোমরা থাক্‌তে পার থাক।

(প্রতিবাসীর প্রস্থান।)

শ্রীবাস। দীননাথ!
কতদিনে হরি ভক্তি উদয় হইবে,

হরিনামে মাতিবে নদীয়াবাসী,
সবে মিলে হরিগুণ গাবে,
পশু পক্ষী পতঙ্গ তরিবে,
পুলকে উঠিবে হরিধ্বনি
হরিপ্রেম প্রবাহ বহিবে,
গোলোক অবনী হবে
প্রস্তরে বহিবে প্রেম-নীর।

অদ্বৈত। দিব্যচক্ষে করি দরশন
নাহি বহু দিন আর,
ভবে হরি নাম ত্বরায় প্রচার হবে;
মত্ত হয়ে হরিগুণ গেয়ে
ভুঞ্জিব দিবস নিশি।
বৈষ্ণবের কিবা আছে ভয়,
প্রাণ হরিময়—
হরিধ্বনি কর প্রাণ ভ'রে।

সকলে। হরি, হরি, হরি।

নেপথ্যে। হরি, হরি, হরি।

অদ্বৈত। আহা কে বিদেশী সুমধুর স্বরে
হরি নাম করে প্রাণভ'রে!
বৈষ্ণবের প্রায়
জ্যোতির্ম্ময় কায় হবে কোন মহাজন।

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরি। মহাশয়! আইলাম হরিনাম শুনে
হরি ভক্তগণে করিবারে দরশন।
আজি মম সফল জীবন
সাধুসঙ্গ হলো লাভ;
কহ কৃষ্ণকথা,

তৃপ্ত কর মনের পিপাসা,
হরিদাস নাম মম।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। পবিত্র নদীয়া-পুরী,
এই সেই মহাজন ভক্তির আধার
যদি মম ধামে হন অধিষ্ঠান
হরিগুণ শুনি তব মুখে।

হরিদাস। ভক্ত সহবাসে—
পবিত্র হইব অভিলাষ।

অদ্বৈত। ভাগ্য ম-সবার
যাবে দিন বৈষ্ণব সেবায়।

হরিদাস। আছে এক বাসনা আমার
নবদ্বীপে হরিনাম হইবে প্রচার,
বুঝিয়াছি অন্তরে এবার
প্রচারক লয়েছে জনম,
আসিয়াছি তাঁর দরশনে।

শ্রীবাস। মহাশয়! কেবা প্রচারক—
কত দিনে হরিনাম হইবে কীর্ত্তন?
মোহোৎসবে মিলিয়ে বৈষ্ণব
মহানন্দে হরি নাম রব
তুলিবে গগণ পথে।

হরিদাস। শুন বিবরণ
কালি সন্ধ্যাকালে বসিলাম ধ্যানে,
মানস নয়নে
হেরিলাম অপূর্ব্ব মূরতি
দিব্য জ্যোতিপূর্ণ সে পুরুষ
যেন সুমধুর ভাবে সম্ভাষি আমায়
নদীয়ায় আসিবারে দিলা উপদেশ,

কহিলেন নরদেহ করেছি ধারণ
হরিনাম বিতরণহেতু,
কিন্তু কালপূর্ণ হয়নি এখনও,
চারিদিক্ হতে যবে আসিবে বৈষ্ণব,
নদীয়ার একত্রে মিলিবে,
নামোৎসব হবে সেই কালে।

অদ্বৈত। বলিয়াছি, বলিয়াছি তোমা সবে
কৃষ্ণচন্দ্র আপনি আসিবে
হরিনামে হবে ধরা মাতোয়ারা,
শুনহ প্রমাণ তার মহাজন মুখে,
কিবা ভয় আর, আর না মানিব মানা,
এস প্রাণ ভ'রে করি হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

২য় প্রতি। প্রভু সংশয়সাগরে
আলোড়িত মন মম,
নিবেদন পদে
ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু করিব শ্রবণ,
হেরি মহাশয় মহা-জ্ঞানী,
বলুন আমায়
জ্ঞান বিনা ভক্তি কোথা পায় স্থান।

হরিদাস। ভক্তিতত্ত্ব কৃপায় সুধাও,
শুন কহি সাধ্যমত;
কষ্টসাধ্য জ্ঞান উপার্জ্জন
নীরস সাধন মদন দাহন করি,
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিহীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী,
রসে দিবানিশি ভাসে

এ সাধন মদনমোহন, করি
রূপ আজ্ঞাকারী
প্রয়োজন বিহিন কামনা,
নবভাবে নিত্য উত্তেজনা।
অনন্ত—অনন্ত নবভাব
মানবের পরম বৈভব,
ভোগ মোক্ষ পদানত
সীমাশূন্য ভক্তির মহিমা।

২য় প্র। জ্ঞান বিনা ভক্তি হৃদে কেমনে জন্মিবে,
জ্ঞানে করি বস্তুর বিচার
ভক্তি সার জ্ঞানেই বুঝিব,
জ্ঞান বিনা ভাল মন্দ বিচার কে করে ?

হরি। ভক্তির মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত ভুবনে
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ইথে,
যথা প্রাণ চায়, প্রাণ তথা ধায়
হেতু বস্তু না করে বিচার ;
আকর্ষিত প্রাণ নাহি হিতাহিত জ্ঞান
শুভাশুভ নাহি প্রয়োজন,
ভক্তিই জীবন, ভক্তিই ভক্তির হেতু।

২য় প্র। সঙ্গত এ নয়,
যথা প্রাণ ধায়
তথা যদি করিব গমন
কি হেতু এ মানব জনম
বুদ্ধিবৃত্তি সব অকারণ
কেমনে বা হবে রিপুর দমন ?

হরিদাস। শুভাশুভ যে করে বিচার,
বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তার
ইন্দ্রিয় দমনে সেই হব যত্নশীল ;

কিন্তু যেই আকাঙ্ক্ষা বিহিন
কোন্ শক্তি তার প্রয়োজন ?
ভেবে দেখ মনে,
বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
অহেতু যাইত কৃষ্ণে করিতে দর্শন,
কলঙ্ক রটিল, তাহা না মানিল
কৃষ্ণ বিনা দিবানিশি করিল রোদন,
তবু কৃষ্ণধন কোথা, কৃষ্ণধন
দিবানিশি বলিল বদনে।
কৃষ্ণ ধ্যান সার,
হিতাহিত নাহিক বিচার
জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব
বিনা বস্তুর বিচার
ভক্তি লাভ করেছিল অনায়াসে।

২য় প্র। দেব ! ক্ষমুন আমায়—
ব্রজাঙ্গনাগণে
সুখী হতো কৃষ্ণ দরশনে
তাই কৃষ্ণে করিত কামনা।

হরিদাস। ব্রজাঙ্গনাগণে
কৃষ্ণ দরশনে অবশ্য হইত সুখী,
বিরহে বেদনা হত প্রাণে,
তথাপিও দুরূহ বিরহ
হৃদিমাঝে দেছে স্থান ;
জ্ঞান অবশ্যই কয়
যাহে দুঃখ হয় কর তাহা পরিত্যাগ।
কিন্তু ব্রজে হ্যার ভাব—
নিত্য নব রাগ
সুখ দুঃখ নাহিক বিচার,

সুখে দুঃখে কৃষ্ণময় প্রাণ
সুখে দুঃখে কৃষ্ণগুণগান,
প্রাণ অনুগামী
অন্য যুক্তি গোপী না মানিত।

শ্রীবাস। মিথ্যা কেন করিবে বিচার,
এস সংকীর্ত্তন করিব সকলে।

২য় প্র। আজি মম নূতন জীবন,
হরিবোল, হরিবোল।

অদ্বৈত। এস প্রভু বাটীর ভিতর,
রুদ্ধদ্বারে করি সংকীর্ত্তন
নহে পাষণ্ড করিবে জ্বালাতন।

(সকলের প্রস্থান।)

(জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। আজ তোরে আমি দিব্বি করে বল্‌চি,
এক এক শালাকে ধরবো আর এক এক
পাত্র গালে ঢেলে দেব।

মাধাই। আর আমি একখানা পাঁঠার হাড় গুঁজে দেব।
শালারা ভোর দিন মাল্‌পো ঠুস্‌ছে আর চেল্লাচ্ছে।

জগাই। চেল্লায় কেন তা জানিস্? খিদে বাগিয়ে নিচ্ছে, ব্যাটারা হাড়িকাট দেখলে চোখে হাত্ দেয়, আর কপালের উপর হাড়িকাট আঁকেন।

মাধাই। তুমিও যেমন শালাদের সব ভণ্ডামি, তুই ব'ল্‌চিস্ মদ দিবি, লুকিয়ে শালারা সের সের মদ খায়; ব্যাটারা বদ্‌মাইসের যাসু, এমন বিপরীত গানও শুনিনি।

জগাই। আমি বলি এক শালাকে ধরি আর কামড়ে চাট করি। ওই নিমাই পণ্ডিতটার কি টাওরালি, ওকে দলে নিতে

পারবি ? ব্যাটাতো বৈষ্ণবের সঙ্গে লাগ্‌তো,কিন্তু মদে বড় এগোয়না।

মাধাই। ভয় ভাঙেনি,—এইরে শালারা দোর দিয়েছে, মদ দে।

জগাই। গিল্লি, আর পাব কোথা ?

মাধাই। তবে কি তুই ভণ্ডামি করতে এলি, চল্ মদ নিয়ে আসি, দোরে বসি ক'রে দে যাব।

(নেপথ্যে খোলের শব্দ।)

শালারা সুরু ক'রছে, দাঁড়া মদ নিয়ে আসি, আজ দোর ভেঙে ঢুকবো। শুন্‌চি ব্যাটারা ভোর্ দিন চীৎকার করচে, এই সকালে আরম্ভ করেছে, আর এই ভোর ফের হয়। গোটা দুই কলসী তুলে আনিগে চল্, আজ্ শালাদের ধর টিকি সার কিল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গন।

(মালিনী আসীনা।)

নিমাই। কি মালিনী এখানে বসে রয়েছ কেন ?

মালিনী। দেখ, আমি একছড়া মালা গেঁথে এনেছি। সকলে তোমায় চন্দন মাখিয়ে দেয়, মালা পরিয়ে দেয়, আমার সাধ হয়েছে তোমায় এই মালা ছড়াটী পরাই। আমি বড় সাধ ক'রে গেঁথেছি তুমি পরবে ?

নিমাই। দাও, (মালা পরাইয়া দেওন) কি দেখ্‌ছ মালিনী ?

মালিনী। কি দেখি কি দেখি আর, তোমায় দেখছি। আহা, এমনতো আমি কখন দেখিনি! আহা! কি রূপ! আমি কত কোটী-জন্ম পুণ্য ক'রেছিলুম, আমার প্রাণ ভরে গেল। আহা কি মধুর বংশীধ্বনি! প্রভু আবার বাজাও; মরি মরি প্রাণ ভ'রে গেল।

(শচী ও প্রতিবেসিনীর প্রবেশ।)

শচী। ওমা এ কি!
নিমাই,—বাবা!

নিমাই। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী
ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারি
দেব করযোড়ে
ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার
দানব সংহার হেতু,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্ব ঘটে বিদ্যমান।

শচী। নিমাই, নিমাই বাবা একি?

নিমাই। দেখ দেখ খোলহ নয়ন
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দরশন,
কেবা পিতা, মাতা কেবা, পুত্র ভ্রাতা
বহুরূপে আমিই সংসারে।

শচী। সর্ব্বনাশ! কি হলো আমার!
নিমাই, নিমাই, স্থির হও বাপধন।

নিমাই। কেবা তুমি কে তব নিমাই,
একা আমি অন্য আর নাই
বহুরূপা প্রকৃতি নর্ত্তকী।

শচী। ওমা, ওমা কি হলো আমার?

ডাকিনী কি পশিল নিমারে
কিম্বা বায়ু রোগ হলো,
একি মোরে বিড়ম্বনা।

নিমাই। অনন্ত শয্যায় মগ্ন একার্ণব মাঝে,
যোগ মায়াবলে পদসেবা ছলে
বসে লক্ষ্মী পদতলে;
কে করে নির্ণয় সৃষ্টি স্থিতি লয়
কোটী-কোটী হইতেছে মুহূর্ত্তকে;
মায়ায় সৃজন মায়ায় পালন
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক, বহু মায়া আবরণে
যুগ বর্ষ পল মায়ায় সকল
মায়াবলে স্থান নিরূপণ,
ভ্রান্তিরূপা মায়ায় প্রভেদ জ্ঞান।

(প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।)

প্রতি। দেবী!
কি হয়েছে পুত্রের তোমার?

শচী। না জানি কি হলো, বাছা ঘরে এলো
কিবা বলে বুঝিতে না পারি।
কহে "একমাত্র আমি নিরঞ্জন
একা আমি কিছু নাহি আর
মায়াবশে ভেদজ্ঞান"।

নিমাই। বাসনায় জগৎ সৃজন,
কর জীব বাসনা বর্জ্জন
নিত্যধন পাবে অনায়াসে,
বাসনায় মনের জনম,
মন সৃষ্টি করে এ শরীর।

অনন্ত বাসনা উঠে তার
ভাসে মন বাসনাসাগরে,
মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে
শিব ভুলি হয় জীব ;
আমি আমি ভ্রমে মহা ভ্রম,
সুখ আশে দুঃখে নিমগন
গতাগতি দুর্গতি অপার
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্ম মৃত্যু সহে অনিবার
নিস্তারের না ভাবে উপায়,
জীবে কৃপা করি
আসিয়াছি নরদেহ ধরি
হরিনামে হরিব জীবের মোহ,
তাপিত যে জন লহরে স্মরণ
বন্ধন ঘুচিবে তোর।

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ !
শুন শুন পুত্রের বচন।

নিমাই। বাজায়ে বাঁশরী বৃন্দাবনে ফিরি
গোপাল গোপীর প্রেমদায়,
যেবা প্রেম চায় বিলাই তাহায়
দূরে যায় সংসার বাসনা তার,
অনিবার বহে প্রেমধার,
আয় দিব কে আছ পিপাসী।

জ্ঞাতি। শচীদেবি করি নিবেদন !
পূর্ব্ব কথা করহ স্মরণ
বাল্যকালে রোদন করিত পুত্র তব
শান্ত হতো হরিনামে,
হরিনামে হবে এবে রোগ উপশম

এস সবে করি হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। উচ্চ শব্দে কর হরিনাম
নাম বিনা নাহি আর,
নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাম,
নাম উচ্চ, উচ্চ নাহি নাম হ'তে—
গাও হরিনাম, জপ হরিনাম
হরিনাম বল অবিরাম ;
নামে মোক্ষ সংশয় নাহিক তায় ;
যেই নাম গায়
তায় আমি প্রসন্ন সর্ব্বদা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচী। নিমাই, নিমাই, কেন হলিরে এমন,
বাপ ধন ! অন্ধের নয়ন তুই,
দেখ্ দুঃখিনী জননী তোর করিছে রোদন।

নিমাই। মা ! মা ! কেন এত লোক সমাগম ?

শচী। নিমাই, নিমাই ! কে তোরে কি করেছিল বল,
কেন তোর হলো ভাবান্তর ?

নিমাই। ভাবান্তর কিবা মাতা ?

শচী। বাপ ধন অঞ্চলের নিধি !
কেন কর অভাগীর সর্ব্বনাশ ?
আয় বাছা !—
গেল দিন, করনি ভোজন।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই। দেখ্ ভাই, ব্যাটাদের টীকিতে চাল্‌তা বেঁধে ভাড়া দিব।

মাধাই। আমি ধ'র্‌তে পার্‌লেই শালাদের তিলক চেটে নেব, গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখি হয়, কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে, নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ি যোটেনি।

জগাই। তুই নিমাই পণ্ডিতের বেতে গিয়েছিলি ?

মাধাই। পাঠার রোঁগাছটা নে গিয়ে কি কর্‌বো ? আমি কল্‌সী ক'রে রক্ত ধ'রে রেখেছি, অদ্বৈতর বাড়ীর দোর গড়োয় ঢেলে দেব, দেখ্ কিন্তু ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিসে গিয়াছে, আগে নিমাই পণ্ডিতটাকে দেখ্‌লে শালারা পালাতো। কি বাবা, নেড়া নেড়ীর হেঙ্গাম নদেয় এল ?

জগাই। নিমাইটাকে দলে নিতে পারিস্ ? ওটা খুব জাঁহাবাজ আছে।

মাধাই। একদিন ছটাক খানেক মদ, আর এক খানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস ; নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে ঘরে ভাড়া করি, বলি তর্ক কর্।

জগাই। ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটো বেতে দুহাতে খরচ করেচে, এখনো বোধ করি পোঁতা টাকা আছে। দেখ্, বাড়িতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায়

ঢেউ ঢেউ খেয়ে এসে, বামুণ বৈষ্ণব হলে তো নসিকিঠে আঙ্গুলিটে দক্ষিণাও মেরে দিলে।

মাধাই। চল না একদিন রাত্রিতে গিয়ে পড়ি।

জগাই। নারে, দলে নিয়ে নে—সব রকমই চ'ল্‌বে, ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হ'য়েছে। এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু কথায় থ বানিয়ে দিলে। দেখ্, এক ব্যাটা সন্ন্যাসী আস্‌ছে, ব্যাটার ঠেয়ে কেড়ে নেওয়া যাক্, বুঝি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী থেকে আস্‌ছে।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সন্ন্যা। জয় হোক্—জয় হোক্,— বহুকাল এমন চব্য চূষ্য আহার হয়নি।

মাধাই। সন্ন্যাসী-ঠাকুর প্রণাম, আমার পেটে শূল ব্যাথা আছে, ভাল ক'রে দিতে পার ?

সন্ন্যাসী। না বাবা আমি ভিকিরি, আমি কি ওষুধ জানি ?

মাধাই। না না, জান বই কি।

সন্ন্যাসী। না বাবা আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই ওষুধপত্র কিছুই জানিনি।

মাধাই। তা এক ছিলিম্ গাঁজা টেনে যাও।

সন্ন্যাসী। না বাবা আমি গাঁজা খাব না।

মাধাই। খাবে বই কি, বসোনা—জগা গাঁজা সাজ তো।

জগাই। এই যে টিপ্ তোয়েরি।

মাধাই। বসো ঠাকুর বসো, ঝুলি রাখ বেশ ভাল ক'রে বসো।

(জগাই ঝুলি লইয়া প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী। ওকি ! ঝুলি নিয়ে যাও কোথা ?

মাধাই। এই তোমার বাসায় রাখ্‌তে চল্‌লো আর কি।

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা ! আমার ঝুলি দাও।

মাধাই। শালা আমি নিয়েছি—তবেরে শালা।—

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা, বাল বাবা আমি বড় গরিব বাবা।

মাধাই। মার্ শালাকে।

সন্ন্যাসী। বাবারে বাবারে।

(সন্ন্যাসীর প্রস্থান।)

(জগাই মাধায়ের পুনঃপ্রবেশ।)

মাধাই। জগা ঝুলিটে কোথায় রাখ্‌লি ?

জগাই। আদুলিটে বার্ ক'রে নে, ফেলে দিয়েছি আর কি। দাঁড়া আজ সব শালা নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছে, এই পথ দে ফিরে যাবে।.

মাধাই। শালাদের যে ধর্‌তে পারিনি, ধর্‌তে পার্‌লে বুঝি। জগা, তুই কাল্ কোথা ছিলি ? আমি একটা গহনাগাঁঠি সুদ্ধ ছুঁড়ি ধরে ছিলুম, বড় মাতাল ছিলুম হাত্ ছাড়িয়ে পালাল।

জগাই। আমি মাঠে গিয়েছিলুম, দুশালাকে ধর্‌লুম কিন্তু কিছু আদায় হলো না।

মাধাই। নিধিরাম বাড়ুয্যের ছেলে ব্যাটাকে ধর্‌তে পার্‌লিনি ? তাহলে দিন্‌কতক সুবিধা হতো।

জগাই। না, সে ব্যাটা নেহাত্ ধেল্লিক, সে ছোঁড়া নিমাই পণ্ডিতের টোলে গেল।

মাধাই। মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে সে ব্যাটা পারে ?

জগাই। সাদ্ধি কি।

মাধাই। দ্যাখ্ জগা, গাছে উঠি আয়।

জগাই। কেনরে তুই বাঁদর নাকি ? গাছে উঠ্‌বি কেন ?

মাধাই। আম্‌রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এ দিক দিয়ে কেউ যাবে না।

জগাই। না না, এই আড়ালে দাঁড়াই আয়, আমার পা টল্‌ছে গাছে উঠ্‌তে পারবো না।

মাধাই। কে দুব্যাটা আস্‌ছে, দেখ্ টিকিদাস ভট্টাচার্য্য।

জগাই। ও ব্যাটাদের নিয়ে খানিক রঙ্ করা যাবে এখন।

(দুজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

১ম ভ। ওহে! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথা বল্‌তে পার?

জগাই। নিমাই পণ্ডিত?

১ভ। হাঁ৷ হাঁ৷, এই নবদ্বীপে বড় পণ্ডিত যে।

জগা। সে যে আজ দুদিন মারা গিয়েছে, আহা বড় পণ্ডিতই ছিল বটে, জ্বর বিগার হলো আর নাই।

১ভ। সে কি!

জগা। আর সে কি।

২ভ। না ও মিছে কথা, দেখতে পাচ্চনা ব্যাঙ্গ কর্‌চে, ওরা বেল্লিক।

জগা। ভট্টাচার্য্য বেল্লিক বল্‌লে, এক পাত্র মদ খেযে যেতে হবে, মেধো দে ত এক পাত্র মদ।

মাধা। ভট্টাচার্য্য খাও।

১ভ। আরে, রাম রাম!

২ভ। আরে চৈতন বেঁধেছে।

জগা। আরে ধর্ শালাকে,

১ভ। আরে গিছি, গিছি, গিছি—ভট্টাচার্য্য এদিকে ভট্টাচা‍‍র্য্য এদিকে।

মাধা। যাবি কোথা শালা, মদ খেয়ে যা।

২ভ। আরে র আরে র।

জগা। ধর্ ধর্ ধর্।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের বাটী।

(শচী ও শ্রীবাসের প্রবেশ।)

শচী। শুনহ বৈষ্ণব চূড়ামণি,
মম সম নাহিক দুঃখিনী
জন্ম গেল কাঁদিতে কাঁদিতে,
বিশ্বরূপ ছেড়ে চলে গেছে
সে শেল রয়েছে
পতি-শোকে সদা দহে প্রাণ ;
রূপ গুণ যুতা
বধুমাতা আনিলাম ঘরে
যমে নিল হ'রে, সে শোক ভুলিতে নারি।
মন্ত্রণা করিয়ে
পুনঃ বধু আনিলাম গৃহে
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী,
নাহি জানি কি দুর্গতি হবে তার ;
গিয়ে ছিল গয়াধামে নিমাই আমার,
না জানি কি বিষম বিকার
উঠিল অন্তরে তার।
সদা মৌনে রয় কথা নাহি কয়
কভু হাসে কভু কাঁদে পাগলের প্রায়,
রজনীতে আচম্বিতে করে গো চীৎকার,
কোথা কৃষ্ণ, কোথা বাপ আমার,
শতধার নেত্রদ্বয়ে বহে,

কভু মূর্চ্ছা হ'য়ে লুঠে ভূমিতলে
সবে বলে বায়ুগ্রস্ত কুমার আমার ;
যেবা হয় কর প্রতিকার।
প্রাণ আমার বুঝাইতে নারি
বুঝি ডাকিনী যোগিনী লজ্বিল বাছায়,
কি উপায় করিব না জানি।

শ্রীবাস। নাহি ভাব শচী ঠাকুরাণী।
যে বিকার পুত্রের তোমার
ব্রহ্মা শিব সদা বাঞ্ছে তাহা,
কৃষ্ণ নাম মুখে সদা যার
রোগ কোথা তার
কেন বৃথা বিপদ আশঙ্কা কর ;
পুত্র তব মহা গুণবান
কৃষ্ণময় প্রাণ
তুমি পুণ্যবতী,—
তাই সতী হেন পুত্রে ধরেছ জঠোরে।
ভক্তিরসে দিবানিশি ভাসে,
হাসে কাঁদে সে কারণ,
ত্যজ শোক মন—
কৃষ্ণধন পাবে তুমি তনয়ের গুণে।
বায়ুরোগ বলে যত জ্ঞান-হীন্ জনে,
নাহি কর ভয় রহ অসংশয়
সকলি হইবে শুভ কৃষ্ণের প্রসাদে,
সার্থক জীবন যার হরিভক্তি আছে।

শচী। যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী !
তাই ত্বরা করে দিলাম বিবাহ পুনঃ,

কিন্তু যে আচার বধূর সহিত
দেখে মম কাঁপে বুক,
ছিল ভাল
যত দিন গয়াধামে না যাইল,
এবে যদি বধূমাতা বসে কাছে
কভু মৌনে রয় কভু বা তর্জ্জন করে
ডরে যায় পলায়ে বালিকা ;
লয়ে পরের বাছায় ঠেকিয়াছি দায়,
আহা অবোধ বালিকা কাঁদে দিবানিশি,
অভাগীর না জানি কি দশা হবে।
কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমায়ে আমার,
গৃহধর্ম্মে দেয় মন,
শুন শুন বৈষ্ণব সুজন,
আঁধার সংসার-দীপ নিমাই আমার।

শ্রীবাস। ঠাকুরাণী আমি কি বুঝাব
পুত্র তব নহে সাধারণ,
হরি সঙ্কীর্ত্তন হেতু জনম তাহার
ভাগ্যবতী বধূমাতা তব ;
হেন পতি কার ভাগ্যে ঘটে আর,
প্রসাদে যাহার—
ভব ভার হইবে খণ্ডন,
ভুবন পাবন নন্দন তোমার হেন সার।

শচী। আহা ! দেখ দেখ পাগলের প্রায়
আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়
বল বল এভাব কেমনে যাবে ?

শ্রীবাস। ভাবে ভাব বাড়িবে নূতন
নব আকর্ষণ—
কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট পরাণ ;

ঠাকুরাণী চিন্তা কর দূর।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। ধন্য তুমি ধন্য গো জননী,
বৈষ্ণবের পদার্পণ তব পুরে।
কই প্রভু!
কই মম কৃষ্ণভক্তি হ'লো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল,
বল প্রভু!—
কৃষ্ণ কই কোথা কৃষ্ণ পাব,
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।
তুমি ভক্ত সাধুজন
করি তব চরণ বন্দন
কৃষ্ণ ধন পাই যাহে তব আশীর্ব্বাদে।
নাহি অন্য আশ
যেন হই বৈষ্ণবের দাস
অনায়াসে তাহে পাব গোলোক বিহারী।
হায় কোথা গেল হরি,
হরি হরি কোথা তুমি দয়াময়!

(মূর্চ্ছা।)

শচী। ওগো কি হ'লো কি হ'লো?

শ্রীবাস। নাহি ভয় কর হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল।
আহা কিবা সুধাময় নাম
নাম বিনে কিছু নাহি আর,
নামের মহিমা ব্রহ্মা শিব দিতে নারে সীমা,
নাম সম ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর।

গাও হরিনাম
ধরাধাম শ্রেষ্ঠ হবে গোলোক হইতে;
ধন্য ধন্য ধন্য এ মানব দেহ
যাহে কৃপা করি ভবের কাণ্ডারী
দিয়াছেন হরিনাম বলিতে শকতি,
ধন্য এ রসনা যাহে হরিনাম করি গান
ধন্য বসুমতী ;—
হরিভক্তি প্রচার যথায়।
হরিবোল, হরিবোল।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। ভাল হ'লো শচীঠাকরুণ রয়েছেন। বলি নিমাই তোমায় কি এই নিমিত্ত অধ্যয়ন করিয়েছিলুম? শ্রীবাস ঠাকুর! আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু পূজা করে থাকি কিন্তু আপনারা মিলে দেখ্‌ছি এই সংসারটা ছারখার ক'র্‌লেন। আহা স্বর্গীয় মিশ্র নিমাইকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

শ্রীবাস। পণ্ডিত মহাশয় আমার অপরাধ কি?
শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেছেন আমি কি ক'র্‌বো।

গঙ্গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কথা আপ্‌নি অর্ব্বাচিনকে বোঝাবেন। বেগবান হৃদয় যে দিকে লওয়াবেন, সেই দিকেই যাবে। ওহে নিমাই তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে, তুমি আমার সহিত তর্ক কর, সংসার ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম প্রধান আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর?

নিমাই। প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কূলে রই

কুলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।
মন প্রাণ মজেছে আমার
বল কিবা করিব বিচার,
কৃষ্ণ সার,—
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর;
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলগো আমায়
জ্বলে মরি আর তার বিরহ সহিতে নারি,
হায় কোথা তুমি হরি
লুকাইলে মন প্রাণ হরি,
প্রাণ যায় দেখা দাও।

গঙ্গা। শ্রীবাস ঠাকুর! যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি একটু অ[illegible] আমি আমার শিষ্যের সহিত দুটো কথা

শ্রীবাস। যে আজ্ঞা!—
(নিমাইয়ের প্রতি) সন্ধ্যার সময় দেখা হবে,
তুমি তোমার অধ্যাপকের সহিত কথা কও

নিমাই। প্রভু! আছে মম বিশেষ বারতা
কৃপা করে রাখিবেন পায়,
পাই যেন দরশন।

গঙ্গা। ভাল নিমাই যার প্রতি প্রাণ ধায় তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই, সামান্য পুণ্যে অধ্যাপকের কার্য্য প্রাপ্তি হয় না, তুমি সরস্বতীর কৃপায় সে পদ পেয়ে কেন অনাদর কর?

নিমাই। দেব! যথাশক্তি শিষ্যাদিগের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না, এই নিমিত্ত তাদের স্থানান্তরে অধ্যয়ন করণে।

গঙ্গা। কিরূপ যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর ? ন্যায়, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সকলি তোমার কৃষ্ণ, ধাতু জিজ্ঞাসা ক'রলে বল কৃষ্ণের ধাতু, সকল কথাতেই কৃষ্ণ, এতে শিষ্যদিগের মন কি রূপে তৃপ্তি হবে ?

নিমাই। প্রভু !
শাস্ত্র-মর্ম্ম এই মাত্র বুঝিয়াছি সার
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায় কৃষ্ণ অলঙ্কার,
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,
কৃষ্ণের কৃপায় জীবের চেতন
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন,
সার মর্ম্ম শাস্ত্রের এ জানি।

গঙ্গা। না না ওত উন্মত্ততা, ওত প্রলাপ। সঙ্গত কথা কও, গয়াধাম হ'তে এসে তোমার মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি তোমায় এ উপদেশ কে দিলে, তোমার মা ঠাকরুণ, তোমার স্ত্রী, তাদের আর কে আছে ? তোমার মুখ চেয়ে তারা আছেন, তাদের ভরণপোষণের ভার কি তোমার নয় ?

নিমাই। প্রভু !
কেবা আমি ভার কিবা মম,
সর্ব্ব শক্তি বিশ্বের আধার
কৃষ্ণ বিনা ভার আর কার ?
প্রস্তর মাঝারে
কীটাণুরে কে করে পালন ?
আমি কেবা কি করিতে পারি,
করি যেবা করান মুরারী
সকলের অধিকারি কৃষ্ণধন,
দয়াময় ভুবন পালন,

সম কৃপা সবারে তাঁহার।
জলবিম্ব প্রায় ফুটেছি ধরায়
বল দেব আমি কি করিব।

গঙ্গা। যথার্থই কৃষ্ণের সংসার
পালনের ভার সত্য তাঁর,
কিন্তু নিমিত্ত বিহনে
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য নাহি হয়।
যথা সূর্য্য করিয়ে বেষ্টন
ভ্রমে গ্রহগণ,—
তেমতি সংসারে একে লক্ষ্য করে,
রহে যত পরিজন;
কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্য বিনা কেবা রয়,
কার্য্য বিনা জ্ঞান লাভ নাহি হয়,
কার্য্যই মুক্তির হেতু,
শাস্ত্র মর্ম্ম এই সার,
কিবা কোঁথা দেখিলে নূতন
যাহে শাস্ত্রমর্ম্ম কর হেলা।

নিমাই। ক্ষমা কর দেব!
একমাত্র নিমিত্ত জগতে
দেখিয়াছি গয়াধামে
বিষ্ণু-পদ করি প্রদক্ষিণ,
বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,
কার্য্য কিবা সে'তো সেই হরি,
হরি ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়
প্রত্যক্ষ এ কথা।
নহে যুক্তি অনুমান।
জীবে দয়া অপার যাহার
খণ্ডাইতে ভীম ভব ভার,

পাদপদ্ম যাঁর বিরাজিত গয়াধামে,
দুর্দ্দৈব আমার হেন পদে নাহি রুচি!
গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণু-পদ-পঙ্কজে করিতে মধুপান
ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি
সবে হরিময় হরিগুণ কয়,
আমি ভাগ্যহীন—
নাহি চিনিলাম হরি।
হরি বল দিন গেল
কুতূহলে নাচ হরিবলে
মাতো হরি প্রেমে মোক্ষ ঠেল পায়,
অকূল সাগরে কার্য্য দেহ বিসর্জ্জন,
গাও হরিনাম হরি বিনা নাহি আর,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণদেহ প্রাণ।
কর কৃষ্ণ নাম,—
হরি বল গাও সে অভয় নাম।

গঙ্গা। হরি বল,
ওরে দেরে মোরে
কোথা পেলি হরি প্রেম?

সকলে। হরিবোল, হরিবোল।

গঙ্গা। ভাগ্য মানি শচীঠাকুরাণী,
পুত্র নহে সাক্ষাৎ মুরারী,
হরি বল দিন গেল ব'য়ে।
হে নিমাই,—
শাস্ত্র মর্ম্ম তুমিই বুঝেছ সার
আর তব সঙ্গ না ছাড়িব,
না করিব কার্য্যের গরিমা।

নিমাই। এ'স প্রভু!
কৃপা করি মম গৃহে করহ ভোজন;
মাতঃ!
গুরু সেবা সাধ মম কর আয়োজন।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রতিবাসী ও নিতায়ের প্রবেশ।)

পথ।

নিতাই। গীত।

ঝুম্ মিশ্র—একতালা।

হারে রে রে রে, ওঠরে কানাই।
বেলা হলো চল চল গোঠে যাই।
আয়রে কানু আয়।
ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল, পথ পানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বন ফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠরে ওঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে, তোরে ডাকে ধেনু বনে যেতে নাহি চায়।

(প্রতিবাসী দ্বয়েরপ্রবেশ।)

১ম প্র। বাবা এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা, বলি ওহে হারে রে রেরে তোমার আবার কি চং ?

নিতাই। আমি ভিখারী।

১ প্র। ভিকিরি ভিক্ষা কর, অমন হারেরে ক'র্‌ছ কেন?

গীত।

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই তো আমি এলেম হেথা ;
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায় ॥

১ প্র। ন্যাকামো ক'র্‌তে আর যায়গা পাওনি, ন্যাকা ব্যাটা, চোর না হয়ে আর যায় না।

২ প্র। না হে না, একজন অবধূত দেখ্‌তে পাচ্ছ না।

১ প্র। আরে দূর ও ব্যাটারা চোরের ইষ্টি।

(নিমাইয়ের প্রবেশ।)

নিমাই। সার্থক জীবন্
সত্য মম ফলেছে স্বপন
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ;
দাদা ! দাদা ! আর কি পলাতে পাব?

নিতাই। পালাব কোথায় ?—
চিরদিন রেখো মোরে পায়
দাদা বলে করেছ আদর ;
দেখ যেন ক'রো না হে পর,
চিরাশ্রিত আমি তব।

নিমাই। তুমি সর্ব্ব-শুভ-দাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
তোমার কৃপায় হরিগুণ গাব নদীয়ায়,
হরিভক্তি মেগে লব তব পায়
কৃপা করি ভিক্ষা কর, মম পুরে
একত্রে করিব সংকীর্ত্তন।

নিতাই। সার্থক জীবন
পাইলাম তব দরশন,
পদে তব চিরদিন ভিক্ষা আছে মম।

(নিমাই ও নিতায়ের প্রস্থান।)

২ প্র। হাঁ, দ্যাখ্ নিমাই পণ্ডিত্টে ভারি বিগ্ড়ল, গয়া থেকে এসে, টোল ফোল তো সব ছেড়ে দিলে, তার পর দিনকতক কর'লে কি বামুন বৈষ্ণব সব গঙ্গা স্নানে যায়, ও চাকরের মতন কারুর কাপড় নিয়ে, কারুর কুসাশন ব'য়ে, কারুর নৈবিদ্দি মাথায় ক'রে সঙ্গে যায়, আর বলে আশীর্ব্বাদ করুণ আমার বিষ্ণু ভক্তি হোক, আর এখন ধরেছে ভেউ ভেউ কান্না।

১ প্র। তাইতো হে, আগে আগে বৈষ্ণব বৈরিগী দেখ্লে তাড়া কর্'তো, এখন পালে মিলে গেল, ব্যাটারা এক দিন জগা মাধার পাল্লায় পড়ে।

২ প্র। তাইতো হে নিমাই পণ্ডিত খেপে গেল, ভারি অধ্যাপক হয়ে উঠেছিল, ওরে জগা মাধা এই দিকে আস্ছে। আহা একটু আগে এলে হতো। ভাল, সরে পড়ি আবার ব্যাটারা হেঙ্গাম ক'রবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

মাধা। তুই অতো মালপো পেলি কোথা ?

জগা। তোরে তো বল্লুম হাঁড়া চুরি করেছিলুম।

মাধা। তাই ব'লছি হাঁড়া চুরি ক'রলি কি ক'রে বল দেখি ?

জগা। নাকে হাড়ি কাটে কেটে গিয়ে •

বাড়ির ভেতর ঢুকলুম আর কি,
দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি দুব্যাটা বৈরিগী ব'ল্‌লে
কোথা যাও, আমি হাঁ ক'রে বল্লুম কামড়াব।
"আর দুখানা খানা" ?

মাধা। না ভাই আর চলে না।

জগা। আমারও আর চলে না।

মাধা। ব্যাটারা মদ নিজ্জসই খায়, বড় মোলাম বানায় —
ঠিক্ যেন পাঁঠার মাসী।

জগা। মেধো আয় খিদে করি।

মাধা। কি ক'রেরে ?

জগা। ব্যাটাদের মতন নাচি আয়, এক এক বেটা নাচে আর দিস্তে খানেক খায়; আচ্ছা মেধো কিছু বুঝ্‌তে পারিস ? বেটারা সখি হয় কি, আমি মনে কর্‌তুম খোনা অধিকারীর মতন সখি সাজে, তা না ব্যাটারা চৈতন চুট্‌কি উড়িয়ে দিয়েই সখি।

মাধা। আচ্ছা ব্যাটারা, কি নেশা করে ?

জগা। ঐ মালপোর নেশা।

মাধা। আচ্ছা যখন মাল্‌পো আন্‌ছিলি খানেক গরম
মস্‌লা ছেড়ে দিতে পার্‌লিনী কেন ?

জগা। তুই ভাল মনে করেছিস্, আমি এক শালাকে গরম মসলা মাখিয়ে কাম্‌ড়াব।

মাধা। ওরে ভাল কথা মনে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিতটে খেপে গিয়েছে, বাড়িই থাকে না, এই তকে লুট্ কাব আয়।

জগা। না ভাই আমি দু-দিন ওৎপেতে ছিলুম, বেটার বাড়ির চারপাশে ভারি সাপ্, দু-দিনই সাপে খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাধা। আঃ তো শালার যেন ননিচোরা শরীর হয়েছে, সাপে খাবে ; —

জগা। ভাইকে শালা ব'ল্‌তে আছেরে শালা।

মাধা। বলি, এক শবার তোর আক্কেলকে বলি, এমন সুবিধা, যাবিনি চুরি ক'রতে ?

জগা। নারে—আমায় দুদিনই কেউটায় তাড়া করেছে।

মাধা। তবে রাত্‌টে কি ক'র্‌বি ?

জগা। চ না বৈরিগিদের দোরে পাঁটারনাড়ি ফেলে দে আসি।

মাধা। গোরুর্‌ হাড় দিয়ে দেখেছি ব্যাটারা ছোঁয়।

জগা। ব্যাটাদের বাড়ির ভেতর ফেল্‌তে পারিস ?

মাধা। চল্‌ বাঁশে ক'রে দেখিগে।

জগা। আর এক মজা ক'র্‌বি, আজ্‌ ভূত হবি ?

মাধা। তাই চল্‌ এক ক'ল্‌সী মদনিয়ে শ্মশানের দিকে যাই।

জগা। তুই মদ আন্‌গে, আমি নেড়ে পাড়াদিকে একটা পাঁটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই।

(জগায়ের নৃত্য।)

মাধা। জগা তুই নাচ্‌চিস কেন ?

জগা। বৈরিগী হব, ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, "হরিহে দেখা দাও," মেধো আমার তেলক কেটে দিতে পারিস ? "প্রেমসে কহো ভগী ময়রাণী, হরি দেখা দাও"

মাধা। আচ্ছা! "হরে" কে সে শালা, জগা জানিস ? আমি হ'লে ব'ল্‌তেম ধরে লেওয়ায় শালাকে। আমার বোধ হয় এক শালা মাল্‌পোওলা, খিদে পেলেই ডাকে, আচ্ছা জগা তুই যে মাল্‌পো চুরি ক'রতে গেলি, ভাবটা কি বুঝলি ?

জগা। চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়, তুই দেখ্‌লি তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ; বাবাবলে আর এক এক ব্যাটা বিশখানা ওড়ায়।

মাধা। এক শালাকে একদিন তো বাগে পেলুম্ না।

জগা। তুই শালা যে মাত্তাল হ'য়ে ভোঁ হয়ে থাকিস্।

মাধা। দেখ্ মাতাল বলিস্ তো ভাল হবেনা, কোন্ দিন্ মাতাল দেখেছিস্? তুই যেমন ছটাকে মাতাল, আমি ছসের খেয়ে সান্সা আছি, এখন চ'ল্‌চিস কোথায়?

জগা। চল্‌না কেত্তন শোনা যাক্‌গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, "চাকুম চুকুম ভুশ্ ভুশ্ ভুশ্"

মাধা। তুই বড় গান শোননেওলা।

জগা। ওরে বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে, আমার ভাই রাধি নাপ্‌তিনিকে মনে পড়ে।

মাধা। তুই দেখ্‌ছি বৈরিগী হ'বি।

জগা। তোর চৌদ্দ ভুগুণে বায়ান্ন পুরুষ বৈরিগী হোগ্।

মাধা। ভেয়ের চৌদ্দ পুরুষ তোলে শালা?

জগা। নে রাগ করিস্ নি, মিষ্টি ক'রে মিষ্টি ক'রে বল্লুম,
মদ দেব তোর গাল ভ'রে,
আয় ছুটে আয় হাঁ ক'রে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীবাসের বাটী।

নিমাই ও শ্রীবাসের প্রবেশ।

নিমাই। কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস,
পূর্ণ তোর আশ—
দেখ মর্ম বিকাশ ধরণী ধামে।
গোলোক ত্যাজিয়ে
আসিয়াছি দেখাদিতে তোরে,
কৃষ্ণ ব'লে যতই কেঁদেছ
কৃষ্ণনাম যতই গেয়েছ
সে সকল পূর্ণ এত দিনে ;
মত্ত মন যার অন্বেষণে,
চেয়ে দেখরে নয়নে
ইষ্টদেবে কর দরশন।

শ্রীবাস। আরে আরে কেতুই বরুর
পূজায় ব্যাঘাৎ কর ;—
প্রভু! অধমেরে এত বিড়ম্বনা!
জয় জয় ষড়-ভুজধারী
রূপ অনুপম—
দুই করে ধর ধনুর্বাণ
দশস্কন্ধ দর্প চূর্ণ যায়,
আহা মরি মরি গোপী মনোহারি
দুই করে ধরেছ বাঁশরী,
কি হেরি—কি হেরি—

দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু
রূপ হেরি পরাণ যুড়ায়,
তুলনাই তুমিই তুলনা,
গৌরাঙ্গ সুন্দর গোলোক ঈশ্বর
ভক্তপূর্ণ আশ ভাবের প্রকাশ,
ধরা মাঝে হ'লো এতদিনে,
কৃপা করি কর চিরদাস পদে।

(নিতাই হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ।)

নিমাই। আয় ভাই আয়রে নিতাই
অনন্ত অখণ্ড তোর লীলা,
আজি ভক্তের এ মেলা
পূরাইব সবার কামনা।
আয় হরিদাস—
মোর পদে তোর চীর আশ,
তুমি মোর দেহ হ'তে প্রিয়
আয় করি আলিঙ্গন।

হরিদাস। দেহ শীরে শ্রীচরণ ;—
মরি কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম
বাঁশরী বয়ান,
ব্রজবালা হৃদয় বিলাস !
ধন্য আমি, ধন্য তব মহিমা প্রকাশ,
সার্থক যবন দেহ।

নিমাই। আয় শীঘ্র আয় অদ্বৈত কোথায়,
আরে আরে—
তোর তরে গোলোকে রহিতে নারি
তোর দায় লক্ষ্মী সনে এসেছি ধরায়।

অদ্বৈত। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্রধারী

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

প্রতিবাসী-দ্বয়ের প্রবেশ।

১ম প্র। নেড়া নেড়ির কীর্ত্তিতে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, নিমাই পণ্ডিতটে যুটে একাকার করে তুল্‌লে? ব্যাটাদের জাত নাই, ধর্ম্ম নাই, মুসলমানের সঙ্গে বসে খায়, বামুণের ছেলে মুসলমানের পায় ধুলা নেয়, আর ব্যাটাদের যে দাত্‌কপাটি, যাচ্ছে যাচ্ছে টিপ্ ক'রে পড়্‌লো, রেতে দিনে ঘুমাবার যো নাই, এ ডাকাতে কির্ত্তী নিয়ে কি করা যায়?

২য় প্র। বলি কাজিকে ভোলালে কি ক'রে? সে দিনে তো কাজি খুব সরগরম্ হুকুম দিয়ে গেলেন যে নাম-কেত্তন ক'রলেই ধরে নিয়ে যাবেন।

১ম প্র। সেজেগুজে গিয়ে গাঁ গাঁ শব্দে পড়্‌লো।

২য় প্র। বেড়ে গানটা ধ'রে ছিল, "তুয়া চরণ মন লাগুরে সারঙ্গ ধর।"

১ম প্র। বলি তুমিও বৈরিগী হবে নাকি? তোমার ও যে ভাব লাগে দেখি।

২য় প্র। বাপ্‌ দিন চেল্লায় এই খাবাপি, তা নইলে এক একটা গান ধরে মন্দ নয়।

১ম প্র। মন্দ না বলে কি রাত্‌দিন? সে দিন বড় রঙ হ'তে

হ'তে রয়ে গেছে। ঐ যে অবধূত্ ছোঁড়া যিনি বীর-বলাই সে আর বুড়ো এক ব্যাটা ন্নেড়ে আছে, বাপের নাম পানাউল্লা, ছেলের নাম কেষ্ণবিলাস।

২য় প্র। কে ওই হরিদাস?

১ম প্র। কে জানে ব্যাটার কি নাম, ওই দুব্যাটাতে জগা মাধার কাছে গিয়ে পড়েছেন।

২য় প্র। সত্যি নাকি, তার পর তার পর?

১ম প্র। তারা ধর্ ধর্ ক'রে তাড়া ক'রলে আর কি?

২য় প্র। আর ও ব্যাটারা কি ক'র্লে?

১ম প্র। সে বড় শক্ত পাল্লা, মারদৌড় আর কি?

(নেপথ্যে ভেরিধ্বনী।)

ওই যে ব্যাটারা আস্ছে, গ্রাম শুদ্ধ মাতিয়েছে, ব্যাটা-দের একঘরে ক'র্বারও যো নাই, ওই নিতাইটা আর হরিদাসটা ঘরে ঘরে গিয়ে ভজায়।

২য় প্র। আচ্ছা নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিলে কেন? সে বেশ ছিল, রাধিকা সেজে গাইতো, বেশ গাইতো।

১ম প্র। হাঁা, সে গোঁপ মুড়িয়ে মান ক'র্বার ধুম কি! আজ্ শালারা যদি আমাদের পাড়ায় যায় তো ঢিল্ খেয়ে আস্বে, সব ছেলেগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

২য় প্র। ওব্যাটারা যাদু জানে, ঢিল আর মারতে হয়না, ও ছেলে ব্যাটারাও হাততালি দিয়ে নাচ্বে এখন।

১ম প্র। আমি আজ আপনি ইট্ মার্বো চল।

২য় প্র। বলি একবারে অত রাগ কেন, দাঁড়াওনা স্নান করবে না?

১ম প্র। আরে দুর্ দীক্ করলে, ব্যাটারা চেঁচাচ্চে দেখেছ।

২য় প্র। একটা গান শুনুন।

১ম প্র। আর তুমি শোন ভাই আমি চল্লুম।

(১ ম প্রতিবাসীর প্রস্থান।)

২য় প্র। আহা বেশ গাচ্ছে।

(নিমাই, নিতাই ইত্যাদি ও বৈষ্ণবগণ গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

সকলে গীত।

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে,
প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি, কেনহে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল মাঝে ভাসালে।

নিমাই। তোম্‌রা আজকে কোন্ দিকে নাম বিলুতে যাবে?

হরিদাস। দাঁড়াও প্রভুকে একটু রাগাই,—আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো অবধূত্ ছোঁড়ার সঙ্গে যাব না।

নিতাই। যাবিনি? আমায় কাঁদে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। যাবিনি যদি বুড়ো, আমায় নাম গেয়ে মজালি কেন? আয়!

হরিদাস। প্রভু এ পাগ্‌লার সঙ্গে আমায় দিলেন, আমার প্রাণ বাঁচান ভার, গঙ্গায় লাফিয়ে কুমীর ধ'র্‌তে যায়, সে দিন দুটো মাতাল খেপালে।

নিমাই। হরিদাস! তুমি যে আমায় খেপালে, তোমার চেয়ে [illegible]র পাগল কে?

নিতাই। প্রভু, করুণাময়! তোমার মাহাত্ম্য বুঝ্‌বো যদি সেই মাতাল দুজনকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মাহাত্ম্য। প্রভু তারা অতি দীন্ অন্ধকূপে পতিত, আহা তারা হরিনাম শুনে মার্‌তে আসে, ওদের দশা কি হবে?

নিমাই। নিতাই তুমি যারে উদ্ধার ক'র্‌বে ভাবছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান কে আছে, তোমার প্রেমে কীট্ পতঙ্গ উদ্ধার হবে।

নিতাই। না ঠাকুর ভাঁড়ালে হবে না, জগাই মাধাইয়ের মত পাপী নেই; তাদের উদ্ধার কর্তে হবে, যে হরি বলে সে তো আপনার গুণে তর্‌বে; প্রভু! এই দীন্ মাতালদেরে নিজ গুণে তরাও।

নিমাই। নিতাই! তোমার মনস্কামনা হরি অবশ্যই সিদ্ধ ক'র্‌বেন। জগাই মাধাই ধন্য!—যাকে তুমি প্রেমদান ক'রেছ! কে কোন দিকে যাবে, চল ঘরে ঘরে নাম বিলুই। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।

সকলে। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।

(নিতাই ও নিমাই ব্যতিত সকলের প্রস্থান।)

নিমাই। নিতাই যাবে না?

নিতাই। আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব।

নিমাই। তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে আমাদেরও একটু দিও।

(নিতাই ব্যতিত সকলের প্রস্থান।)

নিতাই গীত।

ভৈরোঁ মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছেরে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়;
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়।

(জগাই মাধাইয়ের প্রবেশ।)

জগাই। কেরে কেরে কেরে ব্যাটা রাই কিশোরী?

নিতাই। বাবা, আমি অবধূত।

মাধাই। এইদিকে আয় শালা, আমি তোর যমের [illegible] আজ
আর যাও কোথা শালা, সে দিন বড় পা[illegible]য়াছলে,
বল্ শালা তুই সখী না বৃন্দে ?

নিতাই। তুমি যে হও একবার হরি বল।

মাধাই। শালা আবার আজ।

(কল্‌সীর কাণা ছুড়িয়া প্রহার।)

নিতাই। প্রভু ! অপরাধ করহে মার্জ্জনা,
জানে না জানে না জ্ঞানহীন সন্তান তোমার,
দয়াময় ! নিজ গুণে পতিতে নিস্তার কর।

মাধাই। আবার শালা,—

জগাই। কেন বল্‌দেখি তুই ওকে মার্‌বি ?

মাধাই। মার্‌বো, তুই কি রাখ্‌বি ?

জগাই। কখনই মার্‌তে দিব না।

নিতাই। গীত।

ভৈরোঁ মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ ক'রেছ হরি ব'লে নাচ ভাই।
বল্‌রে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল্‌রে তোল্ হরিনামের রোল ;
পাওনি প্রেমের সাদ, ওরে হরি বোলে কাঁদ,
হের্‌বি হৃদয় চাঁদ ;
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

জগাই। মেধো হরি বল্, নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

মাধাই। রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ, তুই হরি বল্। আচ্ছা বাবাজী
মার্‌বো না, আবার গাও।

নিতাই। গীত।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম হরি বলনা।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'লোনা।
পাপী তাপী নাই করে বিচার, হরি ডাক্‌লেপরে তার,
করুনার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতোয়ারা মিছে মদে ভুলনা।

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। একি নিতাই, কে তোমার এ দশা ক'রলে? কোন্ নরাধম সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে?

নিতাই। ত্যজ ক্রোধ ব্যথা লাগে নাহ;
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুই জনে;
দুটি ভাই জগাই মাধাই,
মোহ ঘোরে ফিরে অন্ধকারে,
প্রেমদান করহে দোঁহারে,
তোমা বিনে—
পাতকীরে কেবা রাখে পায়?
মজে ঘোর্ দায় হলে তব রোষ্
কোনকালে নিস্তার না পাবে,
কলঙ্ক পড়িবে তব দয়াময় নামে।
মাধাই মারিল, জগাই বারিল,
দ্যাখ দোঁহে ভয়ে জড়সড়,
প্রভু! দুঃখ হর করহ অভয় দান।

নিমাই। আয়রে জগাই
তুমি কিনেছ আমায়
নিতায়েরে রক্ষা ক'রে,
আয় আয় লহ আলিঙ্গন,

কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।

জগাই। প্রভু! দয়া কর—
দয়া কর আমি নরাধম !!

নিমাই। তুমি মম প্রাণের দোসর,
হরিময় হবে তব প্রাণ,
পাবে পরিত্রাণ কর হরিগুণ গান।

জগাই। হরি দয়া কর, হরি দয়া কর!
ওরে মেধো পায়ে ধর।

মাধাই। প্রভু! আমার কি হবে!
প্রভু! আমার কি হবে!

নিমাই। যার কাছে অপরাধী তুমি
তাঁর ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার,
মহাজনে করেছ আঘাত্
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ,
উপায় কেবলই তাঁর পায়।

মাধাই। প্রভু! দয়া কর
আমি অধম রক্ষা কর।

নিতাই। হরি নাম গুণে যদি পুণ্য থাকে মোর
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,—
আরেরে মাধাই তোর প্রেম চাই,
হরি বোলে প্রেম দে আমায়।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

মাধাই। ওরে জগাই আমি কোন্ নরকে ঠাঁই পাব? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি, আমি পাষাণ, আমার কি পরিত্রাণ হবে? আমার মহাপাপ কি নষ্ট হবে, আমার অন্তরে আগুন জ্ব'ল্‌চে। প্রভু! আমি জানি না, আমি অজ্ঞান, আমায় মাফ্ কর, আমায় পরিত্রাণ কর।

নতাই। মাধাই তোর ভয় নাই, যে হরি বলে তার কোটী জন্মের পাপ যায়। আমি তোরে আমার পুণ্য দিয়েছি, তোর আর পাপ নেই।

াধাই। আহা প্রভু! তুমি যেম্নি দয়াল, আমি তেম্নি পাতকী এ মহা পাতকীর কি উদ্ধার আছে।

গাই। প্রভু! তোমার পাদ-পদ্ম আমি কথনও ছাড়্ব না, আম্রা দু-ভাই মহাপাতকী আমাদের উপায় কত্তে হবে, আমরা অবশেষে দোষের আকর, আমরা বৈষ্ণব হিংসক, প্রভু আমাদের পায়ে রাখ!

াধাই। হায় আম্রা অতি দীন্, মানব দেহ শূকর অপেক্ষা হীন্, প্রভু! একবার পাদপদ্ম বক্ষে দাও, আমার প্রাণ শীতল কর।

নমাই। আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল হরি বিনা নাই
হরিবল পাপ হবে ক্ষয়,
হরিনামে পাপ ভস্ম হয়
তুলা যথা অনল পরশে,
কি কবরে হরির দয়ার কথা,
দীন-বন্ধু করুণা সাগর
ভবে যেই ভয় পায়
আদরে তাহারে দেন কোল,
নাম নিলে—
ভবসিন্ধু গোখুর সমান তরি,
প্রাণ ভ'রে হরি বল দুটী ভাই
আর পাপ নাই,
হরিবল স্নিগ্ধ হবে তাপিত অন্তর
নামে সুধা থবে প্রাণে তাপ হরে
অতুল হরির নাম,

হরি ব'লে ডাকরে অভয়ে।

মাধাই। হরিবোল, হরিবোল।
হরি বিপদ ভঞ্জন হরি! পতিতকে পদে স্থান দাও,
হরি তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর!

জগাই। হরি যেমন তোমার নামের গুণ—আমরা তেমনি পাপী, পতিত পাবন আমাদের তুল্য আর পতিত নেই।
প্রভু! যদি দয়া ক'রে দিলে নাম,
দেহ শ্রীচরণে স্থান,
আজ্ঞা কর দাস হ'যে করি সেবা!
আর গৃহে নাহি যাব পদাশ্রয়ে সদা রব।

নিমাই। শুন শুন জগাই মাধাই,
আর ভয় নাই—
পদ ছায়া দিয়েছেন হরি,
কর উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন
ভবের বন্ধন খসে যাবে অনায়াসে,
হৃদাকাশে হইবে চৈতন্যোদয়,
না কর সংশয় অভয় হরিনাম,
আজি হ'তে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিবি দুজনে,
যাও সবে নগর ভ্রমণে,
রব আমি নিতাইয়ের সনে।

সকলে গীত।

কাফি বারোঁয়া—একতালা।

অপার হরি নামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল্ হরি বোল্,
ঘুচাও মনের কালিমা।
হরি নামের রসে পাষাণ গলে,

আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি বলে ভবে যাই চলে,—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে,
হরি প্রেমের নাই সীমা॥

(বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।)

নিমাই। ধর ধর নিতাই আমারে
প্রাণ যে করে কি কব তোমারে আর,
দুস্তার এভব পারাবার
কিসে জীব হইবে নিস্তার
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল,
তুমি ধন্য ধন্য তব প্রেম !
তব প্রেমে অধম তরিল,
আমি আর গৃহে নাহি রব
সন্ন্যাস লইব—
হরিনাম দেশে দেশে দিব।
জীবের দুর্গতি সহিতে না পারি,
মিলে দুটি ভাই দেশে দেশে যাই,
হরিনাম চন্দরে বিলাই
হরিনামে পাতকী তরিবে ;
ভবে আনন্দ উঠিবে
সন্তাপ রবেনা এসংসারে।
হরি প্রেমে হইব সন্ন্যাসী
আর কেন রব গৃহবাসী .
পিপাসীরে ঢেলে দিব প্রেমবারি,
কাঁদে প্রাণ জীবের বিষাদে,
ধর ধর নিতাই আমায় ;
হরি প্রেমে সোপিয়াছি প্রাণ,

নদীয়ায় কার্য্য সমাধান,
চল যাই মিছে কেন দেরি করি।

নিতাই। ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার
জীব কুল হইল অভয়;
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপ বিমোচন—
হরি সঙ্কীর্ত্তন রটীল ভুবন ময়।

নিমাই। এস হে নিতাই—
আজি আমি বিদাই লইব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিশ্রের বাটীর।

অন্তঃপুর।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচে কেন? আমার প্রাণ কেমন কচ্চে, মাগো, প্রভু কোথায় গেলেন? ওমা, কেন এত প্রাণ আমার ব্যাকুল হ'ল? মাগো, আমায় ধর!

শচী। মা, ভয় কি মা, নিমাই আমার এখনি বাড়ি আস্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, আমার প্রাণ স্থির হয় না, মনে হয় যেন আমি

আর দেখতে পাব না, মাগো সকলি অন্ধকার দেখছি, একি! আমার কি হ'লো?

শচী। বিধাতা তোমার মনে কি আছে জানিনে! বৌমা অমন কেন হল, আবার কি কপাল ভাঙ্‌লো, বৌমা গৃহ কাযে যাও, ঐ যে আমার নিমাই ঘরে আস্‌ছে, ছিমা, অমঙ্গল ভাব্‌না ক'র্‌তে আছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা আমার প্রাণ কিছুতেই বোঝেনা, মাগো, আমি অভাগিনী আমার গুণমণি কি আমার হবে, সদাই ভয় হয়, কি জানি মা যদি শ্রীচরণ হারাই।

শচী। যাও মা গৃহ কাযে যাও, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করগে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাইমা, একবার দেখে যাই।

শচী। দেখ্‌তে পাচ্চনা ঐ যে নিমাই আস্‌ছে, কাযে যাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, আমার ধন আমি পাবতো?

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।)

শচী। হায় অদৃষ্টে কি আছে ব'ল্‌তে পারিনি, বধুমাতা আমার অতিধীর;—সহসা এত চঞ্চলা হ'ল কেন? হরি অভাগিনীর ভাগ্যে কত দুঃখ লিখেছ?

(নিমায়ের প্রবেশ।)

নিমাই। মাতা! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি
ঘরে আর রহিতে না পারি,
যাব মাগো বিলাইতে নাম,
যেন পুরে মনস্কাম
কর মাতা আশীর্ব্বাদ,
প্রাতেঃ যাব গৃহ পরিহরি।

শচী। নিমাই! নিমাই কি বলিস

কোথা যাবি কে আছে আমার!

নিমাই। মাগো হরি প্রেমে হইব সন্ন্যাসী।

শচী। আরে অসুর কেন বধ জননীরে!

(মূর্চ্ছা।)

নিমাই। মা, মা! ওঠ মা আমার,
উচ্চ কার্য্যে নাহি হও প্রতিরোধ,
ওঠ গো জননী—
মায়া বসে দেব কার্য্যে নাহি দেহ বাধ।

শচী। নিমাই, নিমাই, বাপ আমার!
ওরে আমার কি হলো;
বাছা! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দেব
যাস্ যদি মাতৃঘাতী হবি।

নিমাই। মাতঃ! সম্বর ক্রন্দন
দেবকার্য্যে কি হেতু নিশেধ কর;
অন্য অন্য জন—
নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ
আনে নানা রত্নধন,
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব,
তবে কেন কর মা রোদন?
সামান্য রতন হেতু গেলে মা সন্তান
হাস্য মুখে জননী বিদায় দেয়,
কৃষ্ণ প্রেম অন্বেষণে করিব গমন
কি হেতু মা কর নিবারণ?
বুঝ মনে জননী আমার,
দেবকার্য্যে বহি দেহ ভার
অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য্য হেলনে।

শচী। আরে রে নিমাই!

কি নিয়ে সংসারে রব বল ?
আছে মম একটী বন্ধন
কেন তাহা করিবে ছেদন,
তোমা বিনা গৃহ মম অরণ্য সমান
শ্মশানে কেমনে রব একা।
আরে রে নিমাই নিমাই, আমার
বজ্রাঘাত করোনা হৃদয়ে,
হা নিমাই!
এই হেতু জঠরে ধ'রেছি তোরে ?

নিমাই। কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ মা জননী
কেঁদনা নিমাই ব'লে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই ব'লে নিমাই হারাবে
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদনা মা মায়া কর দূর—
যে'ন মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার—
কতবার পুত্র হারা হয়েছ জননী,
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা ততই মজিবে
ততই মা বাড়িবে রোদন,
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে আর না কাঁদিতে হবে।
ধন্য তুমি জননী আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে,
ভবে কেবা কবে হেন গৌরবিণী ;
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব সুত,

বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার
হরিনামে নাচিবে সংসার,
হেন কার্য্য মোর—
পুত্রেরে কি দিতে নার ?
পশুমন করিয়া ছেদন
সনাতন করিব মা অন্বেষণ ;
ধ'রে মানব জীবন,
পশু হ'য়ে কেন রব,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভবের বৈভব
শ্রীপদ-পল্লব-প্রানে আমি দিব তোরে,
তবে কেন কর মা রোদন ?
যেই লয় কৃষ্ণ পদছায়া
তার তরে কেন কর মায়া,
অতুল সম্পদ—
করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন
মায়াবশে নাহি কর নিবারণ।

শচী। আরে রে নিমাই
তোর মুখ পানে চাই
তাই প্রাণ আছে দেহে।
দেব কার্য্যে বাছা তুই যাবি,
আমিরে অভাগী
কাঁদিতে জনম গেল।

নিমাই। মাতা! যে করে রোদন
ধন্য সেই জন,
নারায়ণ শ্রীচরণ দেন তাঁরে।

শচী। আহা বধূমাতা সত্য তুমি অভাগিনী,
সত্য বজ্রাঘাত শীরে।

নিমাই। মাতা বলিলাম কেথা

করিয়ে সন্ন্যাস ব্রত
প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীবাসের বাটী।

অদ্বৈত শ্রীবাস জগাই ও মাধায়ের প্রবেশ।

অদ্বৈত। আরে আরে কি শুনি কি শুনি
গৌর-গুণমনি ছেড়েযাবে মোসবারে ;
অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাৎ
প্রাণ হারা কেমনে রহিব।

শ্রীবাস। চলভাই সবে মিলি করি নিবারণ,
জীবনের জীবন গৌর ধন
নাদেখে কেমনে রব।

জগাই। আরে রে মাধাই,
প্রভুর চরণ দেখিতে না পাব ভাই।

মাধাই। মম সম পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
যেই স্থানে ধরেরে জীবন,
গৌরচন্দ্র সেথায় কি রয়।

কি উপায় হবে
শ্রীচরণে কে আর রাখিবে।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

হরিদাস। নিত্যানন্দ বল কি হলো কি হলো,
পদে কি হয়েছি অপরাধি,
তাই প্রভু ছেড়ে যাবে ?
চল সবে কেঁদেগিয়ে ধরি পায়,
হরি একি হলো,
হরি ... দিননাথ,
কর দয়া দীনজনে !
চল যাই ধরিগিয়ে প্রভুর চরণে।

(নিমাই ও শচীর প্রবেশ।)

সকলে। প্রভু ! প্রভু ! কোথা যাবে নদীয়া ত্যজিয়ে।

হরিদাস। প্রভু কভু যেঁতে তো দেবনা ;
বৃন্দাবনে—
রথ চক্র ধরেছিল গোপীগণে,
আজি সবে রাখিব তোমারে ধ'রে ;
ওহো !
কেবা রহে প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন !

নিমাই। শুন শুন হরি ভক্তগণ,
করেছি মনন
হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে,
ভবে এসে ভাসে জীব অকুল পাথারে,
দিব সবে হরি-পদ-তরী.
মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি,
কর সবে হরি গুণ গান
কাঁদাওনা আর,

কোল দাও প্রফুল্ল বদনে সবে,
কর আশীর্ব্বাদ আশাপূর্ণ হয় মোর;
এস এসহে নিতাই
হরি বোলে চলে যাই গৃহত্যাজি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচী। ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হ'লো!

(মূর্চ্ছা।)

নিতাই। দেখ ভাই জননী লুটায় ভূমে।

নিমাই। অবধূত্‌ কেনহে ভুলাও মোরে?

নিতাই। ওঠ মা আমার!
মায়া কর পরিহার,
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে—
কাঁদিলে নিমাই পাবে।

নিমাই। মাতা! বাঁধ প্রাণ
সত্য করি কহি তব স্থান,
পুনঃ মাতা দেখা পাবে।

শচী। হরি হরি বিপদে কাণ্ডারী,
অভাগীরে কৃপা কর।

নিমাই। সবে মিলি কর হরিধ্বনি
শুনি আমি প্রাণ ভ'রে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।

গীত।

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা,
প্রাণ সখা রাখপায়।

কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি;
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।

যবনিকা পতন।